Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -১৭

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

সূরা আম্বিয়া
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

١ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ٢ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ

১। ইক্বতারাবা লিন্‌না-সি হ্বিসা-বুহুম ওয়াহুম ফী গাফ্‌লাতিম্‌মু'রিদ্বূন। ২। মা- ইয়া'তীহিম্‌মিন্ যিক্‌রিম্

(১) মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় অতি নিকটে এসে গেছে; অথচ তারা অমনোযোগী হয়ে (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (২) যখনই তাদের কাছে

مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ٣ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسَرُّوا

মির্‌রাব্বিহিম মুহ্‌দাছিন ইল্লাস্‌তামা'উ'-হু ওয়া হুম ইয়াল্'আবূন। ৩। লা-হিয়াতান ক্বুলূবুহুম; ওয়া আসার্‌রুন্

তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নতুন যে কোন উপদেশ আসে, তা তারা খেল-তামাশা হিসেবে শোনে, (৩) তাদের অন্তর অন্যমনস্ক।

النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ

নাজ্‌ওয়াল্ লাযীনা যালামূ হাল্ হা-যা- ইল্লা- বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম, আফাতা'তুনাস্ সিহ্‌রা

জালিমরা চুপে চুপে পরামর্শ করে বলে, এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ। এর পরেও কি তোমরা দেখেশুনে যাদুর

وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ٤ قٰلَ رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ

ওয়া আন্‌তুম তুব্‌স্বিরূন। ৪। ক্বা-লা রাব্বী ইয়া'লামুল্ ক্বাওলা ফিস্ সামা—ই ওয়াল্'আরদ্বি ওয়া হুওয়াস্

মধ্যে ফেঁসে যাবে? (৪) তিনি (রাসূল) বল্‌ল, আমার প্রতিপালক আকাশ ও যমীনের সব কথাই জানেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۢ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

সামী'উল 'আলীম। ৫। বাল্ ক্বা-লূ আদ্বগা-ছু আহ্‌লা-মিম্ বালিফ্‌তারা-হু বাল্ হুওয়া শা-'ইর,

মহাজ্ঞানী। (৫) তারা (আরও) বলে, (এ কুরআন) অলীক স্বপ্ন। বরং হয় তিনি তা মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছেন, না হয় তিনি একজন কাব্য রচয়িতা। নতুবা তিনি আমাদের

فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ٦ مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا

ফাল্‌ইয়া'তিনা- বিআয়া-তিন কামা~উরসিলাল্ আওয়্যালূন। ৬। মা~আ-মানাত্ ক্বাব্‌লাহুম্‌মিন ক্বারইয়াতিন আহ্‌লাক্‌না-হা-;

সামনে এমন কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেরূপ পূর্বের রাসূলদের উপর প্রেরিত হয়েছিল। (৬) তাদের পূর্বে যত জনপদই আমি ধ্বংস করেছি, তাদের অধিবাসিরা ঈমান আনেনি।

اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ٧ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ

আফাহুম ইউ'মিনূন। ৭। ওয়া মা~আরসাল্‌না- ক্বাব্‌লাকা ইল্লা- রিজ্বা-লান্‌নূহ্বী~ইলাইহিম ফাস্‌আলূ~আহ্‌লায্

তবে কি তারা ঈমান আনবে? (৭) আপনার পূর্বেও যত রাসূল আমি প্রেরণ করেছি সবই ছিল পুরুষ যাদের কাছে আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম।

✪ টীকা (আঃ ৩) ঃ কাফিররা রাসূল (সা)-এর নসীহত শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে কয়েকজন মিলে গোপনে পরামর্শ সভায় একত্রিত হয়। সেখানে তারা রাসূল (সা)-এর সম্পর্কে বলে, 'ইনিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। এতো কোন ফেরেশতা নয় এবং তার আলাদা কোন বৈশিষ্ট্যও নেই। তবে তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো সে জাদু জানে। তিনি যে কালাম পড়ে শোনান তা তো জাদুরই কালাম। আর তোমাদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই যে, তোমরা তার কাছে যাও? তোমরা তার ধারে কাছেও যাবে না।' তাদের এসব ষড়যন্ত্রের কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। (শাঃ হিঃ)

الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا

যিক্‌রি ইন্ কুন্‌তুম লা- তা'লামূন। ৮। ওয়া মা- জ্বা'আল্‌না-হুম জ্বাসাদাল লা- ইয়া'কুলূনাত্ব ত্বা'আ-মা ওয়া মা-

তোমরা জ্ঞানবানদের কাছে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জান। (৮) আমি তাদের এমন দেহবিশিষ্ট করে তৈরি করিনি যে তারা খাদ্য দ্রব্য খেতনা এবং তারা চিরজীবীও

كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٩﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ

কা-নূ খা-লিদীন। ৯। ছুম্মা স্বাদাক্বনা-হুমুল্ ওয়া'দা ফাআন্ জ্বাইনা-হুম ওয়ামান্‌নাশা—উ

ছিল না। (৯) অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার কৃত প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা নাজাত দিয়েছিলাম এবং

وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿١٠﴾ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا

ওয়া আহ্‌লাক্‌নাল্ মুস্‌রিফীন। ১০। লাক্বাদ্ আন্‌যাল্‌না~ইলাইকুম্ কিতা-বান ফীহি যিক্‌রুকুম; আফালা-

সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (১০) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের জন্য রয়েছে উপদেশ, এর পরেও কি তোমরা

১ ع ১০ ১ রুকূ

تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝

তা'কি্লূন। ১১। ওয়া কাম্ ক্বাস্বাম্‌না- মিন্ ক্বারইয়াতিন কা-নাত্ জ্বা-লিমাতাওঁ ওয়া আন্ শা'না- বা'দাহা- ক্বাওমান আ-খারীন্।

বুঝতে পারছনা। (১১) আমি বহু জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। যার অধিবাসীরা ছিল অত্যাচারী এবং তাদের পরে আমি অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি।

﴿١٢﴾ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٣﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا

১২। ফালাম্মা~আহাস্‌সূ বা'সানা~ইযা- হুম্‌মিন্‌হা- ইয়ারকুদ্বূন। ১৩। লা- তারকুদ্বূ ওয়ারজ্বি'উ~ইলা- মা~

(১২) অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তির কথা উপলব্ধি করল, তখনই তারা জনপদ থেকে পালাতে লাগল। (১৩) তখন বলা হয়েছিল তোমরা পলায়ন কর না এবং তোমরা ফিরে এস সে দিকে; যেখানে তোমরা বিলাস

أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

উত্‌রিফ্‌তুম ফীহি ওয়া মাসা-কিনিকুম লা'আল্লাকুম তুস্‌আলূন। ১৪। ক্বা-লূ ইয়া ওয়াইলানা~ইন্না কুন্না-জ্বা-লিমীন।

জীবন-যাপন করতে এবং তোমাদের বাসগৃহে, হয়তঃ তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করবে। (১৪) তারা বলতে লাগল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম অত্যাচারী।

﴿١٥﴾ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا

১৫। ফামা-যা-লাত্ তিল্‌কা দা'ওয়া-হুম হাত্তা- জা 'আল্‌না-হুম হাস্বীদান খা-মিদীন। ১৬। ওয়া মা- খালাক্বনাস্

(১৫) অতঃপর সর্বদাই চলতে থাকে তাদের সে (আর্তনাদ) কথা, যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য এবং নিভে যাওয়া অগ্নি সদৃশ না করি। (১৬) আমি সৃষ্টি করিনি

السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿١٧﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ

সামা—আ ওয়াল্ আরদ্বা ওয়া মা-বাইনাহুমা- লা-'ইবীন। ১৭। লাও আরাদ্‌না~আনন্‌নাত্তাখিযা লাহওয়াল লাত্তাখায্‌না-হু

আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থিত সব কিছু খেলার ছলে। (১৭) যদি আমি ইচ্ছা করতাম যে, খেল-তামাশার কিছু বস্তু বানাব, তবে তা আমার নিকট থেকেই

○ টীকা (আঃ ১২) ঃ কথিত আছে যে, ইয়ামান দেশের কোন এক শহরে একজন নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। তথাকার অধিবাসীরা তাঁকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া পরিশেষে মেরেই ফেলল। এই হত্যার প্রতিশোধের জন্য আল্লাহ্ তথায় বিখ্যাত অত্যাচারী রাজা 'বোখতে নাছছার'কে পাঠালেন। সে তাদেরকে একাধারে হত্যা করতে লাগল। গায়েব হতে আওয়ায আসল, হে পয়গম্বরদের হত্যা কারীরা! আস, এখন প্রতিশোধ গ্রহণের সময়, তখন তারা তওবা করতে লাগল, কিন্তু কোনই ফল হল না, সকলকেই ধ্বংস করে দেয়া হল। আয়তগুলোতে আল্লাহ তাদের বিষয় বর্ণনা করেছেন। (মুঃ কোঃ)

مِنْ لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فٰعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ

মিল্‌লাদুন্না~ইন্‌কুন্না- ফা-'ইলীন। ১৮। বাল্ নাক্বযিফু বিল্ হ্বাক্বক্বি 'আলাল্ বা-ত্বিলি ফাইয়াদমাগুহূ
বানিয়ে নিতাম, যদি আমার করার-ই হত। (১৮) বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর মিথ্যাকে সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়

فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ

ফাইযা- হুওয়া যা-হিক্বু; ওয়া লাকুমুল্ ওয়াইলু মিম্মা- তাস্বিফূন। ১৯। ওয়া লাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি
এবং তখনই সে (মিথ্যা) বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর তোমাদের জন্য সর্বনাশ, তোমরা যে কথা (বানিয়ে) বলছ, তার জন্য। (১৯) আকাশ

وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

ওয়াল আরদ্বি; ওয়া মান 'ইন্‌দাহূ লা- ইয়াস্তাক্‌বিরূনা 'আন্ 'ইবা-দাতিহী ওয়ালা- ইয়াস্তাহ্‌সিরূন।
ও যমীনে যা কিছু আছে তারা সবই আল্লাহর এবং যারা তাঁর নিকটে আছে তারা তাঁর ইবাদাতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তও হয় না।

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ

২০। ইউসাব্বিহূনাল লাইলা ওয়ান্ নাহা-রা লা- ইয়াফ্‌তুরূন। ২১। আমিত্‌তাখাযূ~আ-লিহাতাম্‌মিনাল্ আর্‌দ্বি
(২০) তারা দিন রাত (আল্লাহর) তাসবীহ বর্ণনা করে এবং তাঁরা অলসতা করে না। (২১) তারা পৃথিবীতে (মাটির তৈরী) যাকে উপাস্য বানিয়েছে, সেগুলো কি

هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

হুম্ ইউন্‌শিরূন। ২২। লাও কা-না ফীহিমা~আ-লিহাতুন ইল্লাল্লা-হু লাফাসাদাতা-। ফাসুব্‌হ্বানাল্লা-হি রাব্বিল্
জীবন দান করতে পারে? (২২) যদি আকাশ ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকতো, তবে এ দুটোই ধ্বংস হয়ে যেত। আরশের অধিপতি আল্লাহ, পবিত্র

الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمِ اتَّخَذُوا

'আরশি 'আম্মা- ইয়াস্বিফূন। ২৩। লা- ইউস্'আলু আম্মা ইয়াফ্'আলু ওয়াহুম ইউস্‌আলূন। ২৪। আমিত্ তাখাযূ
তার থেকে, যা মুশরিকরা বলে। (২৩) তিনি যা করেন সে বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, কিন্তু তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে। (২৪) তারা কি আল্লাহ ব্যতীত

مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ۗ

মিন্ দূনিহী~আ-লিহা-হ; কুল্ হা-তূ বুর্‌হা-নাকুম হা-যা- যিক্‌রু মাম্‌মা'ইয়া ওয়া যিক্‌রু মান্ ক্বাব্‌লী;
অন্য মাবূদ গ্রহণ করেছে? (তাদেরকে) বলুন, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটাই তাদের উপদেশ যারা আমার সাথে আছে এবং এটাই (তাদের) উপদেশ যারা আমার

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۙ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ

বাল্ আক্‌ছারুহুম লা- ইয়া'লামূনাল্ হ্বাক্বক্বা ফাহুম্‌মু'রিদূন। ২৫। ওয়া মা~আরসালনা- মিন্ ক্বাব্‌লিকা
পূর্বে ছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃত সত্য (বিষয়) জানত না, এ কারণে তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে। (২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রাসূল প্রেরণ করেছি

مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا

মির রাসূলিন্ ইল্লা- নূহী- ইলাইহি আন্নাহূ লা~ইলা-হা ইল্লা~আনা ফা'বুদূন। ২৬। ওয়া ক্বালূত্
তাঁর প্রতি এই ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর। (২৬) (মুশরিকরা) বলে,

اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٧﴾ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ

তাখাযার্ রাহ্‌মা-নু ওয়ালাদান স্বুব্‌হা-নাহ; বাল্ 'ইবা-দুম মুক্‌রামূন্। ২৭। লা-ইয়াস্‌বিকূনাহূ বিল্ কাওলি

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি (আল্লাহ) এর থেকে পবিত্র। বরং তারা সবই তাঁর সম্মানিত বান্দা। (২৭) তারা কোন কথায় তাঁর

وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ

ওয়াহুম বিআমরিহী ইয়া'মালূন। ২৮। ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদীহিম ওয়া মা- খাল্‌ফাহুম ওয়া লা- ইয়াশ্‌ফা'উনা

আগে বাড়ে না বরং তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। (২৮) তিনি (আল্লাহ) তাদের আগে-পিছে যা কিছু আছে সব বিষয় সম্পর্কে জানেন। যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট,

اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ

ইল্লা- লিমানির তাদ্বা- ওয়া হুম্‌মিন খাশ্‌ইয়াতিহী মুশ্‌ফিকূন্। ২৯। ওয়া মাইঁ ইয়াকুল্ মিনহুম ইন্নী~

তারা শুধু তাদেরই জন্য সুপারিশ করবে এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত থাকে। (২৯) তাদের মধ্যে যদি কেউ বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত

اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾ اَوَلَمْ

ইলাহুম্ মিন দূনিহী ফাযা-লিকা নাজ্‌যীহি জ্বাহান্নাম; কাযা-লিকা নাজ্‌যীয্ যোয়া-লিমীন। ৩০। আওয়া লাম

আমিই ইবাদাতের যোগ্য। আমি তাকে প্রতিফল দিব জাহান্নাম। আমি এভাবেই পাপীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি, (৩০) কাফিররা

يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا

ইয়ারাল্ লাযীনা কাফারূ~ আন্নাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা কা-নাতা- রাতক্বান্ ফাফাতাক্ব্ না-হুমা-; ওয়াজ্বা'আল্‌না-

কি এটা দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং আমি প্রত্যেক প্রাণী

مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ

মিনাল্ মা— ই কুল্লা শাইয়িন হ্বাইয়্য; আফালা- ইউ' মিনূন। ৩১। ওয়া জ্বা'আল্‌না- ফিল্ আরদ্বি রাওয়া-সিয়া

কে পানি দ্বারা সৃষ্টি করলাম। তার পরেও কি তারা ঈমান আনবে না? (৩১) আমি পৃথিবীতে অনড় পাহাড় বানিয়েছি, যাতে সে (পৃথিবী) সৃষ্টিকে

اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَجَعَلْنَا

আন তামীদা বিহিম; ওয়া জ্বা'আলনা- ফীহা- ফিজ্বা-জ্বান সুবুলাল্ লা'আল্লাহুম ইয়াহ্‌তাদূন। ৩২। ওয়া জ্বা'আল্‌নাস

হেলাতে না পারে, এবং আমি তার মধ্যে প্রশস্ত রাস্তা বানিয়েছি, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে। (৩২) এবং আমি

السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ

সামা— আ সাক্বফাম মাহ্‌ফূজ্বাওঁ ওয়াহুম 'আন আ-ইয়া-তিহা- মু'রিদ্বূন। ৩৩। ওয়া হুওয়াল্ লাযী খালাক্বাল লাইলা

আকাশকে নিরাপদ ছাদ রূপে বানিয়েছি, কিন্তু তারা আকাশের নিদর্শনসমূহের (ধ্যান) থেকে বিমুখ হয়ে চলছে। (৩৩) তিনিই এমন, যিনি রাত ও

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩০) ঃ ....كانتا رتقا - رتق অর্থ- বন্ধ। فتق অর্থ- খোলা, পৃথক করে দেয়া। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী সর্ব প্রথমে পরস্পরে মিলিত ছিল। আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম। আকাশকে উপরে নিয়ে গেলাম যার থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং পৃথিবীকে যথাস্থানে রেখে দিলাম। যাতে তাতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

✪ টীকা (আঃ ৩০) ঃ যদিও তওহীদের প্রমাণ সম্বন্ধীয় উপরোক্ত আয়াতসমূহে মুশরিকদের পূজিত মূর্তিসমূহে যে সমস্ত গুণ নেই বলে উল্লেখ হয়েছে, তা মূর্তির মধ্যে আছে বলে মশরিকরাও বিশ্বাস করে না, কিন্তু উদ্দেশ্য এই যে, উপাস্য হতে হলে এসমস্ত গুণ থাকতে হবে। মূর্তিগুলো যেহেতু এসমস্ত গুণের অধিকারী নয়, কাজেই উপাস্য হওয়ার যোগ্যও নয়। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ يهتدون - অর্থাৎ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার পথ মিলে যায়। যাতায়াতের সুন্দর ব্যবস্থা হয়। আর এক অর্থ হতে পারে, এ কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শন দেখে মানুষ আল্লাহর পথ পেয়ে যেতে পারে। (তাঃ উসমানী)

وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن

ওয়ান্নাহা-রা ওয়াশ্ শাম্সা ওয়াল ক্বামার; কুল্লুন ফী ফালাকিঁই ইয়াস্বাহুন। ৩৪। ওয়া মা- জ্বা'আল্না- লিবাশারিম্মিন
দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতরিয়ে চলছে। (৩৪) আমি আপনার পূর্বে কোন মানুষকেও

قَبْلِكَ الْخُلْدَ ط أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٥﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط

ক্বাবলিকাল্ খুলদ; আফাইম্মিত্তা ফাহুমুল খা-লিদূন। ৩৫। কুল্লু নাফ্সিন যা—ইক্বাতুল্ মাওত'
চিরঞ্জীবী করি নি। সুতরাং যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন, তবে কি তারা চিরদিন বেঁচে থাকবে? (৩৫) প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদেরকে

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِذَا رَآكَ

ওয়া নাব্লূকুম বিশ্ শাররি ওয়াল্ খাইরি ফিত্নাহ; ওয়া ইলাইনা- তুরজ্বা'উন। ৩৬। ওয়া ইযা- রাআ-কাল
পরীক্ষা করি আর তোমাদের প্রত্যেককে মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে লিপ্ত করে এবং তোমরা সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে। (৩৬) যখন আপনাকে

الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ط أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ج

লাযীনা কাফারূ~ইইঁ ইয়াত্তাখিযূনাকা ইল্লা- হুযুওয়া-; আহা-যাল্লাযী ইয়াযকুরু আ-লিহাতাকুম;
কাফিরেরা, দেখে তখন আপনাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, (আর বলে) এ কি সেই (ব্যক্তি), যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে?

وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط سَأُورِيكُمْ

ওয়াহুম বিযিক্রির রাহ্মা-নি হুম কা-ফিরূন। ৩৭। খুলিক্বাল্ ইনসা-নু মিন্ আজ্বাল; সাউরীকুম
অথচ তারাই রহমানের স্মরণকে অস্বীকার করে। (৩৭) মানুষকে ব্যস্ততার চরিত্র দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি তোমাদেরকে নিদর্শনাবলী

آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

আ-ইয়া-তী ফালা- তাস্তা'জ্বিলূন। ৩৮। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন।
অতি শীঘ্রই দেখাব, সুতরাং তোমরা দ্রুত করতে বল না। (৩৮) তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে (বল) এ প্রতিশ্রুতি কবে (বাস্তবায়িত) হবে?

﴿٣٩﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن

৩৯। লাও ইয়া'লামুল্ লাযীনা কাফারূ হ্বীনা লা- ইয়াকুফ্ফূনা 'আও উজ্বহিহিমুন্না-রা ওয়ালা- 'আন
(৩৯) হায়! যদি কাফিরেরা জানত যে, সে সময় তারা আগুনকে তাদের সম্মুখ দিক হতেও নিবৃত্ত করতে পারবে না, এবং তাদের

ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٠﴾ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

জুহূরিহিম ওয়ালা- হুম ইউন্স্বারূন। ৪০। বাল্ তা'তীহিম বাগ্তাতান্ ফাতাব্হাতুহুম ফালা- ইয়াস্তাত্বী'উনা
পৃষ্ঠ দেশ হতেও না এবং তাদের সাহায্যও করা হবেনা। (৪০) বরং সে (সময়) টি তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, অতঃপর তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে, তারা তা ফিরাবার

○ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ অর্থাৎ তাদের অভিযোগ এই যে, আপনি তাদের দেবতাগণকে অবিশ্বাস করেন, অথচ তারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে। তাদের নিজ অবস্থার প্রতি উপহাস করা উচিত। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ আর কাফিররা শাস্তির কথা শ্রবণ করে অবিশ্বাস হেতু এর জন্য তাগাদা করে। এই তাগাদা মানুষের স্বভাবসুলভ বিশেষত্ব এবং এরা এমন ভাবে তাদের স্বভাবজাত হয়েছে যেন মানুষ জলদি স্বভাব দিয়েই সৃষ্ট হয়েছে। (বঃ কোঃ) অর্থাৎ, সে শাস্তি সম্বন্ধে এরা অজ্ঞ বলেই এরূপ নির্বিকার মনের কথা বলেছে। (বঃ কোঃ)।

رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿৪১﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ

রাদ্দাহা- ওয়ালা- হুম ইউনযারূন। ৪১। ওয়ালাক্বাদিস্‌ তুহ্‌যিয়া বিরুসুলিম্‌মিন ক্বাব্‌লিকা ফাহা-ক্বা

শক্তি ও রাখবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না। (৪১) আপনার পূর্বেও রাসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল,

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿৪২﴾ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم

বিল্‌লাযীনা সাখিরূ মিন্‌হুম্‌মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্‌যিউন। ৪২। কুল্‌ মাই ইয়াক্‌লাউকুম

অতঃপর ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদেরকে সে বস্তুই ঘিরে নিয়েছিল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল। (৪২) বলুন, রহমান হতে,

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿৪৩﴾ أَمْ لَهُمْ

বিল্‌লাইলি ওয়ান্‌নাহা-রি মিনার্‌ রাহ্‌মা-ন; বাল্‌ হুম 'আন্‌ যিক্‌রি রাব্‌বিহিম্‌মু'রিদূন। ৪৩। আম লাহুম

দিন ও রাতে তোমাদেরকে কে রক্ষা করতে পারবে? তবুও তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে। (৪৩) তবে কি আমি ছাড়া তাদের অন্য কোন

آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ

আ-লিহাতুন তাম্‌না'উ হুম্‌মিন দূনিনা-; লা- ইয়াস্তাত্বী'উনা নাস্‌রা আনফুসিহিম ওয়া লা- হুম্‌মিন্না- ইউস্‌হাবূন।

উপাস্য আছে, যারা তাদের (বিপদ থেকে) রক্ষা করবে? বরং তারা তো তাদের নিজেদেরই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না এবং আমার মোকাবিলায় তারা কারো সাহায্য পাবে না।

﴿৪৪﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي

৪৪। বাল্‌ মাত্তা'না- হা~উলা—ই ওয়া আ-বা—আহুম হাত্তা- ত্বা-লা 'আলাইহিমুল 'উমুর; আফালা- ইয়ারাওনা আন্না- না'তিল্‌

(৪৪) বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পার্থিব সামগ্রী দিয়েছিলাম। এমনকি তাদের বয়স কাল। দীর্ঘ হয়েছিল (বৃদ্ধি-পেয়েছিল) তারা কি দেখে না যে,

الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿৪৫﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ

আরদ্বা নানকুস্বুহা- মিন আত্বরা-ফিহা-; আফাহুমুল গা-লিবূন। ৪৫। কুল ইন্নামা~উনযিরুকুম বিল্‌ ওয়াহ্‌য়ি,

আমি তাদের যমীনকে চারদিক থেকে সংকীর্ণ করে আনছি, তবুও কি তারা বিজয়ী হবে? (৪৫) (তাদেরকে) আপনি বলুন, আমি তো শুধু তোমাদেরকে আল্লাহর ওহী দ্বারা

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿৪৬﴾ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ

ওয়ালা- ইয়াস্‌মা'উস্‌স্বুম্মুদ্‌দু আ— আ ইযা- মা- ইউন্‌যারূন। ৪৬। ওয়ালাইম্‌মাস্‌সাত্‌হুম নাফ্‌হাতুম্‌মিন

সতর্ক করি, কিন্তু যারা শ্রবণশক্তিহীন (বধির), যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে আহ্বান শুনে না। (৪৬) যদি আপনার প্রতিপালকের

عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿৪৭﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ

'আযা-বি রাব্‌বিকা লাইয়াকূলুন্না ইয়া- ওয়াইলানা~ইন্না- কুন্না- যা-লিমীন। ৪৭। ওয়া নাদ্বা'উল্‌ মাওয়া-যীনাল্‌ ক্বিস্‌ত্বা

শাস্তির বিন্দু বাতাসও তাদের স্পর্শ করে, তবে অবশ্যই বলে উঠবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারী। (৪৭) কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের মাপযন্ত্র রাখব;

لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ

লিইয়াওমিল ক্বিয়া-মাতি ফালা- তুয্‌লামু নাফ্‌সুন্‌ শাইআ-; ওয়া ইন কা-না মিছক্বা-লা হাব্বাতিম্‌মিন খারদালিন

অতঃপর কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না এবং দানা পরিমাণও যদি (কারো) আমল হয়, তাও আমি (হিসাবের জন্য)

اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً

আতাইনা- বিহা-; ওয়া কাফা- বিনা- হা-সিবীন। ৪৮। ওয়ালাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসা- ওয়া হা-রূনাল্ ফুরক্বা-না ওয়া দ্বিয়া—আওঁ

উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমি যথেষ্ট। (৪৮) আমি মূসা ও হারুনকে ফুরকান দিয়েছিলাম, যা পরহেজগারদের জন্য- ফয়সালাকারী

وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ

ওয়া যিক্‌রাল্‌লিল মুত্তাক্বীনা-। ৪৯। আল্‌লাযীনা ইয়াখ্‌শাওনা রাব্‌বাহুম বিল্ গাইবি ওয়া হুম্‌মিনাস্‌সা-'আতি

এবং জ্যোতি ও উপদেশ, (৪৯) যারা তাদের প্রতিপালককে অদৃশ্যভাবে ভয় করে এবং যারা কিয়ামত সম্পর্কেও

مُشْفِقُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ

মুশ্‌ফিক্বূন। ৫০। ওয়া হা-যা- যিক্‌রুম মুবা-রাকুন আন্‌যাল্‌না-হু; আফা আন্‌তুম লাহূ মুন্‌কিরূন। ৫১। ওয়ালাক্বাদ্

ভীত-সন্ত্রস্ত। (৫০) আর এ মঙ্গলময় উপদেশ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা এর অস্বীকারকারী হবে? (৫১) আমি তো

اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ

আ-তাইনা~ইব্‌রা-হীমা রুশ্‌দাহূ মিন ক্বাবলু ওয়া কুন্না- বিহী 'আ-লিমীন। ৫২। ইয্‌ক্বা-লা লিআবীহি ওয়া ক্বাওমিহী

এর পূর্বে ইবরাহীমকে তার সুবুদ্ধি দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে ভালভাবেই জানতাম। (৫২) যখন তিনি তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন,

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ

মা- হা-যিহিত তামা-ছীলুল্‌লাতী~আন্‌তুম লাহা- 'আকিফূন। ৫৩। ক্বা-লূ ওয়াজ্বাদ্‌না~আ-বা~আনা- লাহা- 'আ-বিদীন।

এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর (পূজার) জন্য তোমরা নিজেকে নিবেদিত করেছ? (৫৩) তারা উত্তর দিল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকেএগুলোর পূজা করতে পেয়েছি (দেখেছি)।

﴿٥٤﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٥﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ

৫৪। ক্বা-লা লাক্বাদ্ কুন্‌তুম্ আনতুম ওয়া আ-বা—উকুম ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৫৫। কা-লূ~আজ্বি'তানা- বিল্ হাক্বক্বি

(৫৪) তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ সবাই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত। (৫৫) তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছ,

اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٦﴾ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ

আম আন্‌তা মিনাল্ লা-'ই বীন। ৫৬। ক্বা-লা বার্ রাব্‌বুকুম রাব্‌বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বিল্লাযী

না তুমি ঠাট্টা-কৌতুক করছ? (৫৬) তিনি বললেন, না, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রতিপালকতো আকাশ ও যমীনের প্রতিপালক।

فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ

ফাত্বারাহুন্না, ওয়া আনা 'আলা- যা-লিকুমমিনাশ্ শা-হিদীন। ৫৭। ওয়া তাল্লা-হি লাআকীদান্না আস্বনা-মাকুম

যিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন। আমি তো এ বিষয়েরই সাক্ষী। (৫৭) এবং আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই কৌশল করব তোমাদের মূর্তিগুলোসম্পর্কে।

بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٨﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ

বা'দা আন তুওয়াল্লু মুদ্‌বিরীন। ৫৮। ফাজ্বা 'আলাহুম জুযা-যান ইল্লা- কাবীরাল লাহুম লা'আল্লাহুম ইলাইহি

তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবার পরে। (৫৮) অতঃপর তিনি, সব (মূর্তি) গুলোকে টুকরো টুকরো করেদিলেন, তাদের বড় (মূর্তি)-টি ব্যতীত, যাতে তারা (মূর্তি পূজকরা)

এক চতুর্থাংশ ◔ ৪ ع ৪ রুকূ

يَرْجِعُونَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا سَمِعْنَا

ইয়ারজ্বি'উন। ৫৯। ক্বা-লূ মান ফা'আলা হা-যা- বিআ- লিহাতিনা~ইন্নাহূ লামিনাজ্ব্ জ্বা-লিমীন। ৬০। ক্বা-লূ সামি'না-

তাঁর দিকে ফিরে আসে। (৫৯) তারা বলল, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ কে করল? এ ব্যক্তি তো অবশ্যই জালিম। (৬০) (তাদের মধ্যে)

فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥٓ إِبْرٰهِيمُ ﴿٦١﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِۦ عَلٰٓى أَعْيُنِ النَّاسِ

ফাতাঈঁ ইয়াযকুরুহুম ইউক্বা-লু লাহূ~ইব্‌রা-হীম। ৬১। ক্বা-লূ ফা'তু বিহী 'আলা~আ'ইউনিন্না-সি

কেউ কেউ বলল, আমরা এক যুবককে এদের বিষয় আলোচনা করতে শুনেছি তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (৬১) তারা বলল, (আচ্ছা) তাকে মানুষের সামনে নিয়ে এস,

لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوٓا أَءَنتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓإِبْرٰهِيمُ ﴿٦٣﴾ قَالَ

লা'আল্লাহুম ইয়াশ্‌হাদূন। ৬২। ক্বা-লূ~আ আন্‌তা ফা'আল্‌তা হা-যা- বিআ-লিহাতিনা~ইয়া- ইব্‌রা-হীম। ৬৩। ক্বা-লা

যাতে সব মানুষ তাকে দেখতে পায়। (৬২) তারা বলল, (হে ইবরাহীম)! তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এ ধরনের কাজ করেছ? (৬৩) তিনি উত্তর দিলেন

بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَرَجَعُوٓا إِلٰٓى

বাল্ ফা'আলাহূ কারীরুহুম হা-যা- ফাস্‌আলূহুম ইন্ কা-নূ ইয়ান্‌ত্বিক্বূন। ৬৪। ফারাজ্বা'উ ইলা~

(না) বরং এ কাজ তাদের যে প্রধান করেছে। সুতরাং তোমরা এদের কাছেই জিজ্ঞাসা কর, যদি এরা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তারা নিজ মনে চিন্তা

أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلٰى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ

আন্‌ফুসিহিম ফাক্বা-লূ~ইন্নাকুম আন্‌তুমুয্ য-লিমূন। ৬৫। ছুম্মা নুকিসূ 'আলা- রুউসিহিম, লাক্বাদ্

করল এবং (একে অপরকে) বলল (প্রকৃত পক্ষে) তোমরাই তো জালিম। (৬৫) অতঃপর লজ্জায় তাদের মাথা উপুড় হয়ে গেল এবং (বলতে লাগল যে) এটাতো তোমার অবশ্যই

عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ﴿٦٦﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ

'আলিম্‌তা মা- হা~উলা—ই ইয়ানত্বিক্বূন। ৬৬। ক্বা-লা আফাতা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা- লা- ইয়ান্‌ফা'উকুম

জানা আছে যে, এগুলো কথাবার্তা বলতে পারে না। (৬৬) তিনি (ইবরাহীম) বললেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন কারো ইবাদাত করছ, যে না তোমার কোন উপকার

شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٧﴾ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

শাই'য়াওঁ ওয়া লা- ইয়াদ্বুররুকুম। ৬৭। উফ্‌ফিল্‌লাকুম ওয়া লিমা- তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হ্; আফালা- তা'ক্বিলুন।

করতে পারবে, না তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে? (৬৭) আক্ষেপ তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদাত কর তাদের জন্য তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

﴿٦٨﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوٓا ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فٰعِلِينَ ﴿٦٩﴾ قُلْنَا يٰنَارُ كُونِى

৬৮। ক্বা-লূ হ্বার্‌রিক্বূহু ওয়ান্‌স্বুরূ~আ-লিহাতাকুম ইন্ কুন্‌তুম ফা-'ইলীন। ৬৯। কুল্‌না- ইয়া-না-রুকূনী

(৬৮) তারা বলল, তবে তাকে জালিয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যগুলোকে, সাহায্য কর যদি তোমাদের কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি (অগ্নিকে) বললাম, হে অগ্নি!

✪ টীকা (আঃ ৬৩) ঃ শব্দগুলি থেকে স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ) এ কথাগুলো এজন্য বলেছিলেন, যাতে তারা এর উত্তরে নিজেরাই একথা স্বীকার করে যে তাদের মা'বুদগুলো একেবারেই শক্তিহীন, তাদের কাছ থেকে কোন কাজেরই আশা করা যেতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে যুক্তির খাতিরে যদি কোন মানুষ প্রকৃত ঘটনার খেলাফ কোন কথা বলে' তবে কথাকে মিথ্যা বলা যেতে পারে না, কেননা, সে ব্যক্তি মিথ্যা বলার সংকল্প নিয়ে এরূপ কথা বলে না; বরং যাকে সম্বোধন করে বলা হয় সেও সে কথাকে মিথ্যা বলে মনে করে না। যে বলে সে নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা সাব্যস্ত করতেই বলে এবং যে শোনে সেও সেই অর্থে তা গ্রহণ করে।

بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٧٠﴾ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ○

বারদাওঁ ওয়া সালা-মান 'আলা ~ইব্রা-হীম। ৭০। ওয়া আরা-দূ বিহী কাইদান ফাজ্বা'আল্না- হুমুল আখ্সারীনা।

তুমি ইবরাহীমের উপর ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক হয়ে যাও। (৭০) তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে অকৃতকার্য করেছিলাম।

﴿٧١﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ

৭১। ওয়া না-জ্জাইনা-হু ওয়া লূত্বান ইলাল্ আরদ্বিল্লাতী বা-রাক্না- ফীহা- লিল্ 'আলামীন। ৭২। ওয়া ওয়াহাব্না- লাহূ~

(৭১) আমি ইবরাহীম ও লূতকে উদ্ধার করে সে যমীনের দিকে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি। (৭২) আমি তাঁকে দান করেছিলাম,

اِسْحٰقَ ۗ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ

ইস্হা-ক্ব; ওয়া ইয়া'কূবা না-ফিলাহ; ওয়া কুল্লান জ্বা'আলনা- স্বা-লিহীন। ৭৩। ওয়া জ্বা'আল্না-হুম আইম্মাতাই ইয়াহ্দূনা

ইসহাককে এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকূবকে দান করেছিলাম এবং প্রত্যেককেই আমি সৎকর্মশীল বানিয়েছি। (৭৩) আমি তাদেরকে বানিয়েছিলাম নেতা; তারা আমার

بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ

বিআমরিনা- ওয়া আওহাইনা~ইলাইহিম্ ফি'লাল্ খাইরা-তি ওয়া ইক্বা-মাস্ স্বালা-তি ওয়া ঈতা—আয্ যাকা-হ্,

নির্দেশানুযায়ী মানুষদেরকে পথ প্রদর্শন করতো এবং আমি তাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম- নেক কাজ করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে।

وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ

ওয়া কা-নূ লানা- 'আ-বিদীন। ৭৪। ওয়া লূত্বান আ-তাইনা-হু হুকমাওঁ ওয়া 'ইলমাওঁ ওয়া নাজ্জাইনা-হু মিনাল্ ক্বারইয়াতিল

তারা ছিল আমারই ইবাদাতকারী। (৭৪) আমি লূতকে হিকমত ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাকে সেই জনপদ থেকে রক্ষা

الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَ

লাতী কা-নাত্তা'মালুল্ খাবা— ইছ; ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমা সাওয়িন ফা-সিক্বীন। ৭৫। ওয়া

করেছি, যেখানের অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায়, পাপাচারী। (৭৫) এবং আমি

اَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۗ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ ৫ ع ২৫ ৫ রুকূ

আদ্খালনা-হু ফী রাহ্মা-তিনা-; ইন্নাহূ মিনাস্বস্বা-লিহীন। ৭৬। ওয়া নূহান ইয্ না-দা- মিন্ ক্বাব্লু

লূতকে আমার রহমতে প্রবেশ করালাম। নিশ্চয়ই তিনি পূন্যবানদের হতে ছিলেন। (৭৬) নূহের সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন তিনি এর পূর্বে দোয়া করেছিলেন,

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٧﴾ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ

ফাস্তাজ্বাব্না- লাহূ ফানাজ্জাইনা-হু ওয়া আহ্লাহূ মিনাল কারবিল্ 'আযীম। ৭৭। ওয়া নাস্বারনা-হু মিনাল ক্বাওমিল

আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৭৭) এবং তাঁকে আমি সাহায্য করেছিলাম

✪ টীকা (আঃ ৬৯) ঃ অর্থাৎ, তোর দাহিকা শক্তি রহিত থাক, যেন ইবরাহীম দগ্ধ না হয় এবং ক্ষতিকর ঠাণ্ডাও না হয়, মধ্যম প্রকারের স্নিগ্ধ বায়ু হয়ে যা। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৭০) ঃ ইবরাহীম (আ) অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র তাঁর বন্ধন-রজ্জু পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল এবং অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হল। মিঠা পানির একটি হাউজ তথায় উৎপন্ন হল। তিনি আরামে বসে থাকলেন। (মুঃ কোঃ)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭২) ঃ نافلة - ويعقوب نافلة অতিরিক্ত বিষয়কে বলে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) শুধু পুত্রের জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে তার আবেদন ব্যতীতই অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবকে (আ) দান করেছেন। (কুঃ কারীম)

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-; ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমা সাওইন ফাআগ্‌রাক্বনা-হুম আজ্‌মা'ঈন।
এমন সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, নিশ্চয়ই তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায়, আমি তাদের সবগুলোকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

(٧٨) وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ

৭৮। ওয়া দা-উদা ওয়া সুলাইমা-না ইয্ ইয়াহ্‌কুমা-নি ফিল্ হ্বারছি ইয্ নাফাশাত্ ফীহি গানামুল্ ক্বাওম,
(৭৮) এবং স্মরণ করুন, দাউদ ও সুলায়মানকে যখন তারা শস্য ক্ষেতের ব্যাপারে বিচার করতে ছিলো যে, এক সম্প্রদায়ের বকরী রাতে অন্যের ক্ষেতে প্রবেশ করেছিল,

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٩) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَ

ওয়া কুন্না- লিহুক্‌মিহিম শা-হিদীন। ৭৯। ফাফাহ্‌হাম্‌না-হা সুলাইমা-না ওয়া কুল্লান আ-তাইনা- হুকমাওঁ ওয়া
এবং আমি তাদের ফয়সালার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। (৭৯) আমি সুলায়মানকে এর সঠিক ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এবং তাঁদের প্রত্যেককে হিকমত ও জ্ঞান দিয়েছিলাম

عِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٨٠) وَعَلَّمْنَاهُ

'ইল্‌মাওঁ ওয়া সাখ্‌খারনা- মা'আ দা-উদাল্ জ্বিবা-লা ইউসাব্‌বিহ্‌না ওয়াত্ ত্বাইর; ওয়া কুন্না- ফা-'ইলীন। ৮০। ওয়া 'আল্লাম্‌না-হু
এবং আমি অধীন করেছিলাম পাহাড়কে দাউদের উপর। তারা তার সাথে তাসবীহ পাঠ করত এবং পাখীগুলোও। আর আমিই এসব কিছু করেছি। (৮০) এবং আমি তাকে

صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝

স্বান'আতা লাবূসিল্লাকুম লিতুহ্‌স্বিনাকুম্‌মিম্‌বা'সিকুম, ফাহাল্ আন্‌তুম শা-কিরূন।
বর্ম নির্মাণ (কারিগরি) শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে যুদ্ধের ক্ষতি থেকে তোমাদেরকে হেফাজত করে। তবুও তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

(٨١) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ

৮১। ওয়া লিসুলাইমা-নার রীহ্বা 'আ-স্বিফাতান তাজ্‌রী বিআমরিহী~ইলাল আরদ্বিল্লাতী বা-রাক্‌না- ফীহা-;
(৮১) আর আমি প্রবল বায়ুকে সুলায়মানের অনুগত করে দিয়েছিলাম। যে (বায়ু) তার নির্দেশানুযায়ী সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমি কল্যাণ

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (٨٢) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ

ওয়া কুন্না- বিকুল্লি শাইইন 'আ-লিমীন। ৮২। ওয়া মিনাশ্ শায়া-ত্বীনি মাইঁইয়াগূস্বূনা লাহূ ওয়া ইয়া'মা-লূনা
দিয়ে রেখেছি। আর আমি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (৮২) এবং কতক শয়তানকেও তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তাঁর নির্দেশানুযায়ী ডুবুরীর কাজ করত এবং এ

○ টীকা (আঃ ৭৯) ঃ ঘটনা এই ছিল, ছাগীর পাল রাত্রে কারো ক্ষেত্রে যেয়ে পড়ল। কতক শস্য খেল এবং কতক নষ্ট করল। ক্ষেত্র-স্বামী হযরত দাউদের কোর্টে ছাগীর মালিকের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থী হলে হযরত দাউদ তদন্ত করেন। তদন্তের ফলে যত সংখ্যক ছাগী ছিল, তত পরিমাণে শস্যের ক্ষতি হয়েছিল বলে জানা যায়। হযরত দাউদ ছাগীগুলোকে ক্ষেত্রস্বামীকে দেয়ায়ে দেন। বাদী পক্ষের কোর্ট হতে যাত্রাকালে পথে হযরত সোলায়মানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সবিশেষ অবগত হয়ে বুঝতে পারেন যে, পিতা সাহেবের দ্বারা এই ভুল হয়েছে। তাঁর এটাই হুকুম দেয়া উচিত ছিল যে, যে পর্যন্ত শস্য ঠিক না হচ্ছে এবং আসল অবস্থায় না আসছে সে সময় পর্যন্ত ছাগীর মালিক ক্ষেত্রস্বামীর খেদমত করবে, অর্থাৎ- সেই ব্যক্তিই ক্ষেত্রে কার্যে লেগে থাকবে, আর সেই সময় পর্যন্ত দুগ্ধ ও ছাগীর পশম ক্ষেত্রস্বামী নিতে থাকবে, এরপর ছাগীর মালিককে ছাগী ফেরৎ দিবে।

এই ঘটনা এই কারণে স্মৃতিযোগ্য যে, পুত্র পিতার ভুল ধরেছিল, আর পিতা নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছিল। এর মর্ম এই যে, বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভুল করলে কনিষ্ঠকে তার অন্ধ অনুসরণ কর্তব্য নয়। আর বয়ঃজ্যেষ্ঠের পক্ষে নিজের ভুল স্বীকার করা উচিত। এই ঘটনার বর্ণনায় মোশরিক ও ভূৎপোরস্তগণের চক্ষুদানই উদ্দেশ্য। কারণ তারা পিতা ও পিতামহগণের অতিশয় অন্ধ-অনুসরকরণ করে চলেছে।

عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ

'আমালান দূনা যা-লিক, ওয়া কুন্না- লাহুম হ্বা-ফিজ্বীন। ৮৩। ওয়া আইয়ূবা ইয্‌না-দা- রাব্‌বাহু~আন্নী

ছাড়া আরও অনেক কাজ করত এবং আমিই ছিলাম তাদের রক্ষক। (৮৩) আর স্মরণ করুন, আইউবের সে অবস্থার কথা যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বলেছিলেন,

مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ

মাস্‌সানিয়াদ্ব দ্বুর্‌রু ওয়া আন্‌তা আর্‌হ্বামুর্ রা-হ্বিমীন। ফাস্তাজ্বাবনা- লাহূ ফাকাশাফ্‌না- মা- বিহী

আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি এবং আপনি দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ অধিক দয়ালু। অতঃপর আমি তার প্রার্থনা কবুল করলাম এবং তার যাবতীয় কষ্ট (রোগ) দূর করে দিলাম এবং

مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۝

মিন দ্বুর্‌রিওঁ ওয়া আ-তাইনা-হু আহ্‌লাহূ ওয়া মিছ্‌লাহুম মা'আহুম রাহ্বমাতাম্‌মিন 'ইনদিনা- ওয়া যিক্‌রা- লিল 'আ-বিদীন।

তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন দান করলাম বরং তাদের সাথে তাদের অনুরূপ আরও দিয়েছিলাম আমার পক্ষ হতে রহমত স্বরূপ এবং উপদেশ স্বরূপ ইবাদাতকারীদের জন্য।

﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَدْخَلْنٰهُمْ

৮৫। ওয়া ইস্‌মা- ঈলা ওয়া ইদ্‌রীসা ওয়া যাল্ কিফ্‌লি; কুল্লুমমিনাস্ব্ স্বা-বিরীন। ৮৬। ওয়া আদ্‌খালনা-হুম

(৮৫) আর স্মরণ করুন, ইসমাঈল, ইদরীস এবং যুলকিফ্ল-এর কথা তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল। (৮৬) আমি তাদেরকে আমার

فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ

ফী রাহ্বমা-তিনা-; ইন্নাহুম্‌মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ৮৭। ওয়া যা-ন্‌নূনি ইয্‌যাহাবা মুগা-দ্বিবান ফাযান্না

রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিলেন সৎকর্ম পরায়ন। (৮৭) এবং স্মরণ করুন, মৎস্যওয়ালাদের কথা। যখন তিনি রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং সে ধারণা

اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ

আল্লান্নাক্বদিরা 'আলাইহি ফানা-দা- ফিয্ যুলুমা-তি আল্লা~ইলা-হা ইল্লা~আন্‌তা সুব্‌হ্বা-নাকা

করেছিল যে, আমি কখনই তাঁর উপর শাস্তি নির্ধারণ করব না। অতঃপর তিনি অন্ধকার হতে ডেকে বলেছিলেন, (হে আল্লাহ) আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আপনি পবিত্র,

اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٨﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ

ইন্নী কুন্‌তু মিনায্ব যা-লিমীন। ৮৮। ফাস্তাজ্বাব্‌না- লাহূ ওয়া নাজজ্বাইনা-হু মিনাল্ গাম্‌মি; ওয়া কাযা-লিকা

নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৮) অতঃপর আমি তাঁর প্রার্থনা কবুল করলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করলাম, আর এভাবেই আমি মুমিনগণকে

نُـنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٩﴾ وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ

নুন্‌জ্বিল্ মু'মিনীন। ৮৯। ওয়া যাকারিয়্যা- ইয্ না-দা- রাব্বাহূ রাব্‌বি লা- তাযার্‌নী ফার্‌দাওঁ ওয়া আন্‌তা

রক্ষা করি। (৮৯) আর স্মরণ করুন, যাকারিয়া (আ)-এর কথা যখন তিনি তার রবের কাছে দোয়া করেছিলেন যে, হে আমার প্রভু! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রাখবেন না,

خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٩٠﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ

খাইরুল্ ওয়া-রিছীন। ৯০। ফাস্তাজ্বাব্‌না-লাহূ ওয়া ওয়াহাব্‌না- লাহূ ইয়াহ্বইয়া- ওয়া আস্বলাহ্বনা- লাহূ যাওজ্বাহ;

আপনি তো সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (৯০) অতঃপর আমি তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহইয়া (কে) দান করেছিলাম এবং তার জন্য তাঁর স্ত্রীকে (সন্তান ধারণের)

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا

ইন্নাহুম কা-নূ ইউসা-রি'উনা ফিলখাইরা-তি ওয়া ইয়াদ্'উনানা- রাগাবাওঁ ওয়া রাহাবা-; ওয়া কা-নূ লানা-

উপযোগী করে দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তাঁরা সৎ কাজের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হতো, তারা আমাকে ডাকতো, প্রত্যাশা ও ভীত অবস্থায় এবং তাঁরা ছিলেন

خَاشِعِينَ ﴿٩١﴾ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا

খা-শি'ঈন। ৯১। ওয়াল্লাতী ~আহ্সানাত্ ফারজ্বাহা- ফানাফা'খ্না- ফীহা- মির্ রূহিনা- ওয়া জ্বা'আলনা-হা-

বিনিত। (৯১) এবং স্মরণ করুন সেই (পূতঃপবিত্র) নারীকে, যে তার কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে

وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٢﴾ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ

ওয়াব্নাহা- আ-ইয়াতাল লিল্ 'আ-লামীন। ৯২। ইন্না হা-যিহী~উম্মাতুকুম উম্মাতাওঁ ওয়া-হিদাতাওঁ ওয়া আনা রাব্বুকুম

এবং তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম। (৯২) এটাই তোমাদের দ্বীন (প্রকৃতপক্ষে) দ্বীনতো একই। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমারই

فَاعْبُدُونِ ﴿٩٣﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿٩٤﴾ فَمَن يَعْمَلْ

ফা'বুদূন। ৯৩। ওয়া তাক্বাত্ত্বা'উ~আমরাহুম বাইনাহুম; কুল্লুন ইলাইনা- রা-জি'উন। ৯৪। ফামাইঁ ইয়া'মাল্

ইবাদাত কর। (৯৩) কিন্তু লোকেরা তাদের পরস্পরের মধ্যে তাদের (দ্বীনের) ব্যাপারে মত পার্থক্য করে রেখেছে। সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। (৯৪) অনন্তর

مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٥﴾ وَحَرَامٌ

মিনাস্ব স্বা-লিহা-তি ওয়া হুওয়া মু'মিনুন ফালা- কুফ্রা-না লিসা'য়িহ্, ওয়া ইন্না- লাহূ কা-তিবূন। ৯৫। ওয়া হ্বারা-মুন

যে কেউ মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করবে তার কর্ম প্রচেষ্টা বিফল হবে না এবং নিশ্চয় আমি তা লিখে রাখি। (৯৫) এবং যে জনপদকে

عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ

'আলা- ক্বারইয়াতিন আহ্লাক্না-হা~আন্নাহুম লা- ইয়ার্জ্বি'উন। ৯৬। হা-ত্তা~ইযা- ফুতিহ্বাত্ ইয়া'জূজু

আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার উপর এটা অবধারিত যে, তারা (অধিবাসীরা) ফিরে আসবে না। (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে,

وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٧﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ

ওয়া মা'জূজু ও হুম্মিন কুল্লি হ্বাদাবিইঁ ইয়ান্সিলূনা। ৯৭। ওয়াক্বতারাবাল ওয়া'দুল্ হ্বাক্কু ফাইযা- হিয়া

এবং তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। (৯৭) আর সত্য প্রতিশ্রুত অতি নিকটে এসে পৌছলে অকস্মাৎ

شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ

শা-খিস্বাতুন আব্স্বা-রুল লাযীনা কাফারূ; ইয়া- ওয়াইলানা- ক্বাদ্ কুন্না ফী গাফ্লাতিম্মিন হা-যা- বাল্

কাফিরদের চক্ষু (উপরের দিকে) বিস্ফোরিক হয়ে যাবে, (তারা বলবে) হায় আফসোস! আমরা এ অবস্থা থেকে উদাসীন ছিলাম, বরং

كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٨﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۖ

কুন্না- স্বা-লিমীন। ৯৮। ইন্নাকুম ওয়া মা-তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি হ্বাস্বাবু জ্বাহান্নাম;

আমরাই ছিলাম অন্যায়কারী। (৯৮) নিশ্চয়, তোমরা এবং যাদের তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহকে ছেড়ে সেগুলো সবই জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সবই

أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٠﴾

আন্‌তুম লাহা- ওয়া-রিদূন। ৯৯। লাও কা-না হা~উলা—ই আ-লিহাতাম্‌মা- ওয়ারাদূহা-; ওয়া কুল্লুন ফীহা- খা-লিদূন।
তার মধ্যে প্রবেশ করবে। (৯৯) যদি তারা (সত্য) উপস্যই হতো, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; তারা সবাই তার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ

১০০। লাহুম ফীহা- যাফীরুওঁ ওয়াহুম ফীহা- লা-ইয়াস্‌মা'উন। ১০১। ইন্নাললাযীনা সাবাক্বাত্
(১০০) সেখানে থাকবে তাদের চীৎকার এবং সেখানে তারা কিছুই শোনতে পাবে না। (১০১) যাদের জন্য পূর্বেই আমার তরফ

لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي

লাহুমমিন্নাল্ হুস্‌না- উলা— ইকা 'আনহা- মুব্‌'আদূন। ১০২। লা-ইয়াসমা'উনা হাসীসাহা-, ওয়াহুম ফী
থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। তারা জাহান্নামের মৃদু শব্দও শোনবে না এবং তারা

مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ

মাশ্‌তাহাত্ আন্‌ফুসুহুম খা-লিদূন। ১০৩। লা- ইয়াহ্‌যুনুহুমুল্ ফাযা'উল্ আক্‌বারু ওয়া তাতালাক্বক্বা-হুমুল
তাঁদের মন যা চায় সে বস্তুর মধ্যে সর্বদা থাকবে। (১০৩) (পরকালের) মহা আতঙ্ক তাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না এবং ফিরিশতাগণ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে

الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

মালা—ইকাহ; হা-যা- ইয়াওমুকুমুল্‌লাযী কুন্‌তুম্ তূ'আদূন। ১০৪। ইয়াওমা নাত্বওয়িস্ সামা—আ
(এবং বলবে) এটাই তোমাদের সেদিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (১০৪) সে দিনটি ও স্মরণযোগ্য যেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব

كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ

কাত্বাইয়্যিস সিজ্বিলিল্ লিল্ কুতুব; কামা- বাদা'না~আওওয়ালা- খালক্বিন্‌নু'ঈ'দুহু; ওয়া'দান 'আলাইনা-;
যেভাবে গুটানো হয় লিখিত কাগজ,। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি (বাস্তবায়ন) আমার দায়িত্বে,

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

ইন্না- কুন্না- ফা-'ই লীন। ১০৫। ওয়া লাক্বাদ্ কাতাব্‌না- ফিয্‌যাবূরি মিমবা'দিয্‌যিক্‌রি আন্নাল্ আরদ্বা
আমি এটা বাস্তবায়ন করবই। (১০৫) আমি উপদেশের পরে যাবুরে এ (কথা) লিখে দিয়েছি যে, আমার নেককার বান্দারাই পৃথিবীর

يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

ইয়ারিছুহা- 'ইবা-দিয়াস্ব স্বা-লিহূন। ১০৬। ইন্না ফী হা-যা- লাবালা-গাল লিক্বাওমিন 'আবিদীন। ১০৭। ওয়া মা~আর্‌সাল্‌না-কা
উত্তরাধিকারী হবে। (১০৬) নিশ্চয় ইবাদাতকারী সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট বস্তু (জান্নাতের ঘোষণা)। (১০৭) (হে নবী) আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের জন্য

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ

ইল্লা- রাহ্‌মাতাল লিল্ 'আ-লামীন। ১০৮। কুল্ ইন্নামা- ইঊহা- ইলাইয়্যা আন্নামা~ইলা-হুকুম ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদ, ফাহাল্
রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি। (১০৮) বলুন, আমার কাছে শুধু (এ) ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, তোমাদের মা'বুদ এক মাত্র আল্লাহই। সুতরাং তোমরা

أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٩﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي

আন্তুম মুস্‌লিমূন। ১০৯। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাক্বুল্ আ-যান্তুকুম 'আলা- সাওয়া— য়; ওয়া ইন্ আদ্‌রী ~

কি মুসলমান হবেনা। (১০৯) এর পরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে যথাযথ অবহিত করেছি আর আমার জানা নেই যে, যার প্রতিশ্রুতি

أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ

আক্বারীবুন আম্‌বা'ঈ দুম্‌মা- তূ'আদূন। ১১০। ইন্নাহূ ইয়া'লামুল্ জ্বাহ্‌রা মিনাল ক্বাওলি ওয়া ইয়া'লামু

তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা অতি নিকটে, না দূরে। (১১০) নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যে কথা তোমরা প্রকাশ্যে বল এবং যে কথা

مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١١﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

মা- তাক্‌তুমূন। ১১১। ওয়া ইন্ আদ্‌রী লা'আল্লাহূ ফিত্‌নাতুল্‌লাকুম ওয়া মাতা-'উন ইলা-হ্বীন।

তোমরা গোপনে বল। (১১১) আমার জানা নেই, সম্ভবত এটা তোমাদের জন্য পরীক্ষা এবং ক্ষণিকের জন্য উপভোগের বস্তু।

৭ ع ১৯ ৭ রুকূ

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

১১২। ক্বা-লা রাব্‌বিহ্‌কুম বিল্ হ্বাক্বক্ব; ওয়া রাব্‌বুনার্ রাহ্‌মা-নুল্ সুস্তা'আ-নু 'আলা- মা- তাস্বিফূন।

(১১২) রাসূল (স) বললেন, হে আমার রব! যথাযথ ফয়সালা করুন। আমাদের রব বড়ই মেহেরবান। তোমরা যা কিছু বলছ তার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতেছে।

সূরা আল হাজ্জ্ব
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭৮
রুকূ ঃ ১০

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝٢ يَوْمَ

১। ইয়া- আইয়্যুহাননা-সুত্তাকূ রাব্‌বাকুম; ইন্না যাল্‌যালাতাস্‌সা-'আতি শাইউন 'আযীম। ২। ইয়াওমা

(১) হে মানুষগণ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন ভীষণ (ভয়ংকর) ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

তারাওনাহা- তাযহালু কুল্লু মুর্‌দ্বি'আতিন 'আম্মা~আরদ্বা'আত্ ওয়া তাদ্বা'উ কুল্লু যা-তি হ্বামলিন হ্বামলাহা-

তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদয়িণী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে, এবং প্রত্যেক গর্ভবতী সময়ের পূর্বেই নিজের গর্ভপাত করবে

وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝

ওয়াতারাননা-সা সুকা-রা- ওয়া মা- হুম বিসুকা-রা- ওয়া লা-কিন্না 'আযা-বাল্লা-হি শাদীদ।

এবং তুমি মানুষদেরকে দেখবে মাতাল (জ্ঞানশূন্য) অবস্থায়, অথচ তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর শাস্তিই বড় কঠিন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝

৩। ওয়া মিনাননা-সি মাইঁ ইউজ্বা-দিলু ফিল্লা-হি বিগাইরি 'ইলমিওঁ ওয়া ইয়াত্তাবি'উ কুল্লা শাইত্বা-নিম্‌মারীদ।

(৩) আর মানুষদের মধ্যে কতিপয় আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতাবসতঃ ঝগড়া করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের।

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

৪। কুতিবা 'আলাইহি আন্নাহূ মান্ তাওয়াল্লা-হূ ফাআন্নাহূ ইউদ্বিল্লুহূ ওয়া ইয়াহ্‌দীহি ইলা- 'আযা-বিস্ সা'ঈর।

(৪) যার ব্যাপারে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার বন্ধু হবে, সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে আগুনের (জাহান্নামের) শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

৫। ইয়া~আইয়্যুহান্‌না-সু ইন্ কুন্‌তুম ফী রাইবিম্‌মিনাল বা'ছি ফাইন্না- খালাক্বনাকুম্‌মিন তুরা-বিন

(৫) হে মানুষগণ! যদি তোমাদের পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ হয়, (তবে শোন) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি,

ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ

ছুম্মা মিন্নুত্বফাতিন ছুম্মা মিন্ 'আলাক্বাতিন ছুম্মা মিম্মুদ্বগাতিম মুখাল্লাক্বাতিওঁ ওয়া গাইরি মুখাল্লাক্বাতিল লিনুবাইয়্যিনা

অতঃপর বীর্য হতে, এরপর রক্তপিণ্ড হতে, অতঃপর গোস্ত পিণ্ড হতে যা সঠিকভাবে (পূর্ণ আকৃতিতে) সৃষ্ট হয়ে থাকে অথবা, ত্রুটিযুক্ত (অসম্পূর্ণ) ভাবে সৃষ্ট হয়ে

لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ

লাকুম; ওয়া নুক্বির্‌রু ফিল আরহা-মি মা- নাশা—উ ইলা ~আজ্বলিম মুসাম্মান ছুম্মা নুখ্‌রিজুকুম ত্বিফ্‌লান ছুম্মা

থাকে, তোমাদের নিকট (আমার সৃষ্টি রহস্য) প্রকাশ করার জন্য। আর আমি যাকে ইচ্ছা একটি নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দেই। অতঃপর তোমাদেরকে শিশু অবস্থায়

لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

লিতাব্‌লুগূ~আশুদ্দাকুম, ওয়া মিন্‌কুম্ মাইঁ ইউতাওয়াফ্‌ফা- ওয়া মিন্‌কুম্‌মাইঁ ইউরাদ্দু ইলা ~আরযালিল্ 'উমুরি

(পৃথিবীতে) বের করি। পরে যাতে তোমরা পূর্ণ যৌবনে পৌছে যাও। তোমাদের মধ্য হতে কারো যৌবনের পূর্বেই প্রাণ নিয়ে যাওয়া হয় এবং তোমাদের মধ্য হতে কাউকে

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

লিকাই লা- ইয়া'লামা মিম বা'দি 'ইল্‌মিন শাই্য়া-; ওয়া তারাল্ আরদ্বা হা-মিদাতান ফাইযা~আন্‌যাল্‌না- 'আলাইহাল্

পৌছানো হয় নিকৃষ্টতর (অকর্মণ্য) বয়স পর্যন্ত ফলে সে কোন বিষয় জ্ঞাত হওয়ার পরও সে সব ভুলে যায়। আপনি যমীনকে দেখবেন শুষ্ক, যখন আমি বর্ষণ করি তার উপর

الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ﴿٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ

মা- আহ্‌তায্‌যাত্ ওয়া রাবাত্ ওয়া আম্‌বাতাত্ মিন কুল্লি যাওজ্বিম্ বাহীজ্ব। ৬। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা

পানি (বর্ষা), তখন তা বেড়ে উঠে এবং সজীব হয়ে উঠে এবং পুষ্ট হয়ে উৎপন্ন হয় প্রত্যেক ধরনের মনোরম উদ্ভিদ। (৬) এসব কিছু প্রমাণ করে যে, আল্লাহই

هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ

হুওয়াল্ হাক্বকু ওয়া আন্নাহূ ইউহ্‌য়িল্ মাওতা- ওয়া আন্নাহূ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ৭। ওয়া আন্নাস্ সা-'আতা

সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং প্রতিটি বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (৭) নিশ্চয় কিয়ামত আসবেই,

آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ۙ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴿٨﴾ وَمِنَ النَّاسِ

আ-তিয়াতুল্ লা- রাইবা ফীহা- ওয়া আন্নাল্লা-হা ইয়াব্ 'আছু মান্ ফিল ক্বুবূর। ৮। ওয়া মিনান্না-সি

যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ কবরবাসীদেরকে পুনরুত্থান করবেনই। (৮) কতিপয় মানুষ

مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٩﴾ ثَانِىَ عِطْفِهٖ

মাইঁ ইউজা-দিলু ফিল্লা-হি বিগাইরি 'ইল্মিওঁ ওয়ালা- হুদাওঁ ওয়ালা- কিতা-বিম্ মুনীর। ৯। ছা-নিয়া 'ইত্বফিহী

আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে (তাদের) কোন জ্ঞান ব্যতীত, হেদায়াত ব্যতীত এবং উজ্জ্বল কিতাব ব্যতীত। (৯) সে কাঁধ বেঁকিয়ে দম্ভভরে তর্ক করে।

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ

লিইউদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিল্লা-হ; লাহূ ফিদ্ দুনইয়া- খিয্ইয়ুওঁ ওয়া নুযীক্বুহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'আযাবাল্

আল্লাহর পথ হতে (মানুষদেরকে) বিভ্রান্ত করার জন্য। তার জন্য পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির স্বাদ গ্রহণ

১ ৪০ ৮ রুকূ

الْحَرِيْقِ ﴿١٠﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ع

হ্বারীক্ব। ১০। যা-লিকা বিমা- ক্বাদ্দামাত্ ইয়াদা-কা ওয়া আন্নাল্লা-হা লাইসা বিজ্বাল্লা-মিল লিল্'আবীদ।

করাব। (১০) (সেদিন তাদের বলা হবে) এটা তোমার হস্তকৃত কর্মেরই ফল। (জেনে রাখো) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

﴿١١﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ج فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ج

১১। ওয়া মিনান্না-সি মাইঁ ইয়া'বুদুল্লা-হা 'আলা- হ্বারফ, ফাইন্ আস্বা-বাহূ খাইরুনিত্ব মাআন্না বিহ,

(১১) কতিপয় মানুষ এমনও আছে, যে আল্লাহর ইবাদাত করে এক কিনারায় (দাঁড়িয়ে), যখন কোন মঙ্গল পৌছে তখন তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ

ওয়া ইন্ আস্বাবাত্হু ফিত্নাতু নিন্ক্বালাবা 'আলা- ওয়াজ্বহিহ, খা-সিরাদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ; যা-লিকা

আর কোন বিপদ এসে পৌছলে, তখন সে তার মুখমণ্ডল পরিবর্তন করে (কুফরীর দিকে ফিরে যায়)। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পৃথিবীতে ও আখিরাতে।

هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ

হুওয়াল্ খুস্রা-নুল্ মুবীন। ১২। ইয়াদ্'উ মিন দূনিল্লা-হি মা- লা- ইয়াদ্বুররুহূ ওয়া মা- লা- ইয়ানফা'উহ;

এটাইতো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর উপসনা করে, যে তার ক্ষতিও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না।

ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٣﴾ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ

যা-লিকা হুওয়াদ্ব দ্বালা-লুল্ বা'ঈদ। ইয়াদ্'উ লামান দ্বাররুহূ~আক্বরাবু মিন্নাফ্'ইহ; লাবি'সাল্

এটাই তো চরম ভ্রষ্টতা। (১৩) সে এমন বস্তুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়েও অধিক নিকটতর। কতইনা নিকৃষ্ট

الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

মাওলা- ওয়ালাবি'সাল্ আশীর। ১৪। ইন্নাল্লা-হা ইউদ্খিলুল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব

তার এই বন্ধু, এবং কতইনা নিকৃষ্ট এই সাথী। (১৪) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১১) ঃ حرف - على حرف অর্থ কিনারা বা প্রান্ত। কিনারায় দাঁড়ান ব্যক্তি স্থির থাকে না। অর্থাৎ সে মজবুত (দৃঢ়) ভাবে কায়েম থাকে না। তেমনিভাবে যে ব্যক্তির দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তার অবস্থাও এমনিভাবের হয়ে থাকে। তার দ্বীনের উপর দৃঢ়তা বা মজবুতী থাকে না। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ১১) ঃ অর্থাৎ কতক লোক এমনও আছে যারা কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং লোক দেখান এবাদত করে। এরা ঈপ্সিত স্বার্থলাভ করতে পারলে তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করে এবং ধর্মের উপর স্থির থাকে। কিন্তু রোগ শোক বা বিপদ আপদ আসলে তারা কাফের হয়ে যায়। ফলকথা, দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকেরা সুস্থ ও স্বচ্ছল থাকলে বলে, এই ধর্ম আমাদের জন্য মোবারক হয়েছে। আর যদি রোগে, শোকে ও আর্থিক অস্বচ্ছলতায় পতিত হয়, তখন ধর্ম ত্যাগ করে কাফের হয়ে যায়। (মুঃ কোঃ)

الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

স্বা-লিহা-তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-র; ইন্নাল্লা-হা ইয়াফ্ 'আলু মা-ইউরীদ।

এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। আল্লাহ যা চান তাই করেন।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ ۝١٥

১৫। মান্ কা-না ইয়াজ্বুন্নু আল্‌লাই ইয়ান্‌স্বুরাহুল্লা-হু ফিদ দুন্‌ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাতি ফাল্ ইয়ামদুদ্ বিসাবাবিন

(১৫) যে এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ রাসূলকে পৃথিবীতে ও আখিরাতে সাহায্য করবেন না। সে যেন আকাশের দিকে একটি রশি বেঁধে নেয়,

اِلَى السَّمَاۗءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ۝١٦ وَكَذٰلِكَ

ইলাস্ সামা—ই ছুম্মাল্ ইয়াক্বত্বা' ফাল্ ইয়ান্‌জুর হাল্ ইউযহিবান্না কাইদুহূ মা- ইয়াগীজ্ব। ১৬। ওয়া কাযা-লিকা

অতঃপর তা (ওহী) বন্ধ করুক; এরপর দেখে নিক যে, সে যাতে ক্রোধান্বিত হয়েছিল তার সে চক্রান্ত দ্বারা তা দূর করতে পারে কিনা? (১৬) আমি এভাবেই

اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ۝١٧ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আনযালনা-হু আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-তিওঁ ওয়া আন্নাল্লা-হা ইয়াহ্‌দী মাইঁ ইউরীদ। ১৭। ইন্নাল্‌লাযীনা আ-মানূ

এ কুরআনকে সুস্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত দান করেন। (১৭) যারা মুসলমান হয়েছে

وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۚ

ওয়াল্‌লাযীনা হা-দূ ওয়াস্ স্বাবিয়ীনা ওয়াননাস্বা-রা- ওয়াল্ মাজূসা ওয়াল্‌লাযীনা আশ্‌রাকূ~

এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং সাবায়ী এবং নাসারা এবং যারা অগ্নিপূজক এবং মুশরিক

اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝١٨ اَلَمْ تَرَ

ইন্নাল্লা-হা ইয়াফ্‌স্বিলু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ। ১৮। আলাম তারা

কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে আল্লাহ ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহতায়ালা প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষদর্শী। (১৮) হে মানুষ!

اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ

আন্নাল্লা-হা ইয়াস্‌জুদু লাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মান্ ফিল্ আরদ্বি ওয়াশ্ শাম্‌সু

তুমি কি দেখনা? আল্লাহকে সিজদা করে আকাশ ও যমীনে যা আছে তা এবং সূর্য,

وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاۗبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۭ

ওয়াল্ ক্বামারু ওয়াননুজূমু ওয়াল্ জ্বিবা-লু ওয়াশ্ শাজ্বারু ওয়াদ্দাওয়া— ববু ওয়া কাছীরুম্ মিনান্না-স,

চন্দ্র, তারকাসমূহ, পাহাড়, বৃক্ষ-লতা, জন্তু এবং মানুষের মধ্যে অধিকাংশে। তবে কতক এমনও আছে

وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۭ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

ওয়া কাছীরুন্ হাক্বক্বা 'আলাইহিল 'আযা-ব; ওয়া মাইঁ ইউহিনিল্লা-হু ফামা- লাহূ মিম্‌মুকরিম; ইন্নাল্লা-হা

যার উপর নির্ধারিত হয়েছে শাস্তি। যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন, তাকে সম্মানদানকারী আর কেউ নেই। আল্লাহ

يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٩﴾ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ইয়াফ্'আলু মা- ইয়াশা—উ। ১৯। হা-যা-নি খাস্বমা-নিয্ তাস্বামূ ফী রাব্বিহিম, ফাল্লাযীনা কাফারূ

যা চান, তাই করেন। (১৯) এ দু'দলই প্রতিপক্ষ, যারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করে; সুতরাং যারা কাফির

قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿٢٠﴾ يُصْهَرُ بِهٖ

কুত্ত্বি'আত লাহুম ছিয়া-বুম্মিন্না-র; ইউস্বাব্বু মিন ফাওক্বি রুউসিহিমুল্ হ্বামীম। ২০। ইউস্বহারু বিহী

তাদের জন্য আগুনের কাপড় তৈরি করা হয়েছে, আর তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। (২০) এতে তাদের

مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢١﴾ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢٢﴾ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ

মা- ফী বুত্বূনিহিম ওয়াল্জুলূদ। ২১। ওয়ালাহুমমা ক্বা-মি'উ মিন্ হ্বাদীদ। ২২। কুল্লামা~আরা-দূ~আই

পেটের মধ্যস্থ সব কিছু এবং চামড়া গলে হবে। (২১) এবং তাদের (শাস্তির) জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি। (২২) যখনই তারা দুঃখ কষ্টে অস্থির হয়ে

يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ

ইয়াখ্রুজূ মিন্হা- মিন্ গাম্মিন্ উ'ঈদূ ফীহা- ওয়া যূক্বূ 'আযা-বাল হ্বারীক্ব। ২৩। ইন্নাল্লা-হা

জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে, এবং (বলা হবে) স্বাদ গ্রহণ কর (প্রজ্বলিত) আগুনের শাস্তি। (২৩) যারা

يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

ইউদ্খিলুল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ স্বালিহ্বা-তি জ্বান্না-তিন তাজ্বরীমিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু

ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۭ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝

ইউহ্বাল্লাওনা ফীহা- মিন্ আসা-ওয়িরা মিন্ যা-হাবিওঁ ওয়া লু'লুআ-; ওয়া লিবা-সুহুম ফীহা- হ্বারীর-

যেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

﴿٢٤﴾ وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

২৪। ওয়াহুদূ~ইলাত্ব ত্বায়্যিবি মিনাল্ ক্বাওল; ওয়া হুদূ~ইলা- স্বিরা-ত্বিল্ হ্বামীদ। ২৫। ইন্নাল্লাযীনা

(২৪) তাদেরকে পবিত্র কালেমার দিকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছিল এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছিল। (২৫) নিশ্চয়ই যারা

كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ

কাফারূ ওয়া ইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ওয়াল্ মাস্জ্বিদিল হ্বারা-মিল্ লাযী জ্বা'আল্না-হু লিন্না-সি

কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষদেরকে বাধা দেয় এবং মসজিদে হারাম থেকেও, যা আমি সকল মানুষের জন্য

○ টীকা (আঃ ২০) ঃ অর্থাৎ, সেই ফুটন্ত পানির এক অংশ মস্তকের চর্ম ও খুলি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশপূর্বক নাড়িভূঁড়ি গলিয়ে ফেলবে। অপর অংশ শরীরের বাইরের চামড়া গলে দিবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, অত্যধিক গভীর হওয়ায় বের হওয়ার পথ না থাকলেও তারা এক পার্শ্বে এগিয়ে যাবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৩) ঃ হাদীসে আছে, দুনিয়াতে যে পুরুষ রেশমী কাপড় পরে, সে বেহেশতে রেশমী কাপড় পাবে না, এর অর্থ সম্ভবতঃ প্রবেশ মাত্র পাবে না, পরে পাবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ কিন্তু হেরেম শরীফের যে অংশে কারও স্বত্বাধীকার রয়েছে, এবং তার দলিল-প্রমাণও আছে, তা ব্যতীত সব সমান। (ব ঃ কোঃ) ধর্ম বিরোধী কাজ সর্বক্ষেত্রেই শাস্তিযোগ্য, কিন্তু হেরেম শরীফের পবিত্রতা ও মর্যদা ক্ষুণ্ন হয় বলে সেখানে ধর্ম বিরোধী কাজ করা অধিকতর শাস্তির কারণ। (বঃ কোঃ)

سَوَآءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ

সাওয়া—আনিল্ 'আ-কিফু ফীহি ওয়াল্ বা-দ; ওয়া মাইঁ ইউরিদ্ ফীহি বিইল্হা-দিম বিজুল্মিন্নুযিক্হু মিন্ 'আযা-বিন

সমভাবে নিযুক্ত করেছি— সেখানকার বাসিন্দা হোক আর বহিরাগত হোক। যে কেউ অন্যায়ভাবে সেখানে পাপ করার ইচ্ছা করবে, আমি তাকে যন্ত্রণাময় শাস্তির স্বাদ গ্রহণ

أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْـًٔا وَطَهِّرْ

আলীম। ২৬। ওয়া ইয্ বাওওয়া'না- লিইব্রা-হীমা মাকা-নাল্ বাইতি আল্লা- তুশ্রিক্ বী শাইয়াওঁ ওয়া ত্বাহ্হির

করাব। (২৬) আর যখন আমি ইবরাহীমের জন্য (কা'বা) গৃহের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এ শর্তের উপর যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং পবিত্র রাখবে

بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْقَآئِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٧﴾ وَأَذِّن فِي النَّاسِ

বাইতিয়া লিত্বত্বা—য়িফীনা ওয়াল্ ক্বা—য়িমীনা ওয়ার্রুক্কা 'ইস্ সুজূদ। ২৭। ওয়া আয্যিন ফিন্না-সি

আমার গৃহকে, তাওয়াফ, কিয়াম (সালাত), রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য। (২৭) এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও।

بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٨﴾ لِّيَشْهَدُوا

বিল্হাজ্জি ইয়া'তূকা রিজা-লাওঁ ওয়া 'আলা- কুল্লি দ্বা-মিরিইঁ ইয়া'তীনা মিন্ কুল্লি ফাজ্জিন্ 'আমীক্ব। ২৮। লিইয়াশ্হাদূ

মানুষেরা আপনার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে এবং হালকা পাতলা উটসমূহে আরোহণ করে, তারা আসবে বহু দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে, (২৮) যাতে তারা কল্যাণময়

مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ

মানা-ফি'আ লাহুম ওয়া ইয়ায্কুরুস মাল্লা-হি ফী~আইয়্যামিমমা' লূমা-তিন আ'লা- মা- রাযাক্বাহুম্মিম্ বাহীমাতিল্

স্থানে পৌঁছতে পারে এবং যাতে নির্ধারিত দিনগুলোতে (যবেহ করার সময়) সে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যা তাদেরকে রিযিক হিসেবে

الْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٩﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

আন্'আ-ম ফাকুলূ মিন্হা- ওয়া আত'ইমুল্ বা- ইসাল্ ফাক্বীর। ২৯। ছুম্মা ল্ইয়াক্বদ্বূ তাফাছাহুম্

(আল্লাহ) দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তার থেকে খাও এবং নিঃস্ব, দরিদ্রদেরকে খাওয়াও। (২৯) অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٠﴾ ذَٰلِكَ ۖ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ اللَّهِ

ওয়াল্ ইউফূ নুযূরাহুম ওয়াল্ ইয়াত্ত্বাওওয়া-ফূ বিল বাইতিল 'আতীক্ব। ৩০। যা-লিকা, ওয়া মাইঁ ইউ 'আয্যিম্ হুরুমা-তিল্লা-হি

এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এ বং আল্লাহর প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে। (৩০) এটাই (হজ্জের) নিয়ম, যে কেউ আল্লাহর পবিত্র বিষয়গুলোকে সম্মান করবে, সেটাই

فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا

ফাহুওয়া খাইরুল্লাহূ 'ইন্দা রাব্বিহ; ওয়াউহিল্লাত্ লাকুমুল্ আন্ 'আ-মু ইল্লা- মা- ইউতলা- 'আলাইকুম্ ফাজ্তানিবুর্

তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য উত্তম এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে সেগুলো ব্যতীত, যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব

الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَٰنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣١﴾ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ

রিজ্সা মিনাল আওছা-নি ওয়াজ্তানিবূ ক্বাওলায্যূর। ৩১। হুনা ফা—আ লিল্লা-হি গাইরা মুশ্রিকীনা

তোমরা মূর্তিগুলোর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাক (৩১) একমাত্র আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক

بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ

বিহ; ওয়ামাইঁ ইউশ্‌রিক্ বিল্লা-হি ফাকাআন্নামা- খার্‌রা মিনাস্ সামা—ইফাতাখ্‌ত্বাফুহুত্ব ত্বাইরু আও তাহ্‌বী

করো না। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ হতে গড়িয়ে পড়ল। অতঃপর তাকে কোন পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, অথবা বায়ু তাকে দূরবর্তী

بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۲﴾ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ

বিহির্ রীহু ফী মাকা-নিন সাহ্বীক্ব। ৩২। যা-লিকা ওয়া মাইঁ ইউআয্‌যিম শাআ—য়িরাল্লা-হি ফাইন্নাহা- মিন

কোন স্থানে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করল। (৩২) এটাইতো শুনলে এটা নিয়ম, আর আল্লাহর নিদর্শনাবলীর যে সম্মান করে, তা তার অন্তরের

تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۳﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ اِلَى

তাক্বওয়াল্ কুলূব। ৩৩। লাকুম্ ফীহা- মানা-ফি'উ ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মান ছুম্মা মাহিল্লুহা~ইলাল্

পরহেযগারীর কারণেই। (৩৩) তোমাদের জন্য এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চতুষ্পদ জন্তুর উপকার নেয়া জায়েয। অতঃপর তা যবেহ করার সিদ্ধ জায়গা হল

৪ ع ১১ রুকূ

الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿۳۴﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ

বাইতিল্ 'আত্বীক্ব। ৩৪। ওয়া লি কুল্লি উম্মাতিন্ জ্বা'আল্‌না- মান্‌সাকাল লিয়ায্‌কুরুস্ মাল্লা-হি 'আলা- মা- রাযাক্বাহুম

কা'বা গৃহের নিকট। (৩৪) এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কোরবানীর নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছি, যাতে তারা সে চতুষ্পদ জন্তুর উপর (যবেহ করার সময়)

مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ○

মিম বাহীমা-তিল্ আন্ 'আ-ম; ফাইলা-হুকুম ইলা-হুঁও ওয়া-হিদুন্ ফালাহূ~আস্‌লিমূ; ওয়াবাশ্ শিরিল্ মুখ্‌বিতীন।

আল্লাহর নাম নিতে পারে, যা আল্লাহ্ তাদেরকে রিযিক স্বরূপ দিয়েছেন। তোমাদের মা'বুদ তো একমাত্র আল্লাহ, সুতরাং তাঁরই আনুগত্য কর এবং বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ দাও।

﴿۳۵﴾ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي

৩৫। আল্লাযীনা ইযা- যুকিরাল্লা-হু ওয়াজ্বিলাত্ কুলূবুহুম ওয়াস্ স্বা-বিরীনা 'আলা- মা~আস্বা-বাহুম্ ওয়াল মুক্বীমীস্

(৩৫) তারা এমন যে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, তাদের অন্তর ভয়ে কম্পিত হয় এবং তারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং নামায কায়েম করে

الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ

স্বা-লা-তি ওয়া মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম্ ইয়ুনফিকূন। ৩৬। ওয়াল্ বুদনা জ্বা'আল্‌না-হা- লাকুম মিন্ শাআ—ইরিল্লা-হি

আর আমি যা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। (৩৬) কুরবানীর উষ্ট্রকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ নির্ধারণ করেছি। তার মধ্যে রয়েছে

لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا

লাকুম ফীহা- খাইর, ফায্‌কুরুস্‌মাল্লা-হি 'আলাই হা-স্বাওয়া—ফ্‌ফা ফাইযা- ওয়াজ্বাবাত যুনূবুহা-

তোমাদের জন্য কল্যাণ। সুতরাং (যবেহকালে) সারিবদ্ধভাবে (দাঁড়ান অবস্থায়) তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন সেটি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা (নিজেও)

○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ অর্থাৎ, তা কোরবানীর পশুরূপে নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কাজে লাগাতে পার। নির্দিষ্ট হলে তার দুগ্ধ পান করা, আরোহণ করা কিংবা কোন কাজে লাগানো জায়েয নয়। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৬) ঃ واطعموا القانع - অভাবী দু' প্রকার। প্রথম প্রকার ঃ যারা ধৈর্যের সাথে বসে থাকে। কারো কাছে কিছু চায় না। বিনা প্রার্থনায় যা পায় তাতেই তৃপ্ত। দ্বিতীয় প্রকার ঃ যারা বিনয়ের সাথে মিনতি পূর্বক পেরেশান হয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। (তাঃ উসমানী) ○ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ অর্থাৎ, এক পা বেঁধে দাঁড়ান অবস্থা। এই অবস্থায় নির্দেশ শুধু উটের জন্য। এতে যবাহ্ করা সহজ হয়, রক্ত ও আত্মা সহজে বের হয়। (বঃ কোঃ)

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ফাকুলূ মিন্‌হা- ওয়া আত'ইমূল্ ক্বা-নি'আ ওয়াল্ মু'তাররা, কাযা-লিকা সাখ্‌খার্‌না-হা- লাকুম লা 'আল্লাকুম তাশ্‌কুরূন।

খাও এবং খাওয়াও ধৈর্যশীল অভাবীকে এবং মিনতিপূর্বক ভিক্ষা প্রার্থীকে। এভাবে আমি চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(٣٧) لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ

৩৭। লাই ইয়ানা-লাল্ লা-হা লুহূমুহা- ওয়া লা- দিমা—উহা- ওয়া লা-কিঈ ইয়ানা-লুহুত তাক্বওয়া- মিন্‌কুম; কাযা-লিকা

(৩৭) আল্লাহর কাছে কোরবানীর গোস্ত এবং তার রক্ত পৌছে না বরং তাঁর কাছে পৌছে তোমার (অন্তরের) পরহেজগারী। এভাবে তিনি সে (জন্তু) গুলোকে তোমাদের

سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (٣٨) إِنَّ اللَّهَ

সাখ্‌খারাহা- লাকুম্ লিতুকাব্‌বিরুল্ লা-হা 'আলা- মা- হাদা-কুম; ওয়া বাশ্‌শিরিল্ মুহ্‌সিনীন। ৩৮। ইন্নাল্লা-হা

অনুগত করে দিয়েছেন। যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন সুতরাং নেককারগণকে সুসংবাদ দাও। (৩৮) নিশ্চয়ই

يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (٣٩) ع أُذِنَ

ইউদা-ফি'উ 'আনিল্লাযীনা আ-মানূ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইউহিব্‌বু কুল্লা খাওয়্যা-নিন্ কাফূর। ৩৯। উযিনা

আল্লাহ মুমিনদের থেকে (দুশমনদেরকে) প্রতিহত করে দিবেন। আর কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে আল্লাহ ভালবাসেন না। (৩৯) অনুমতি দেয়া হল (মোকাবিলার জন্য)

لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٤٠) الَّذِينَ

লিল্লাযীনা ইউক্বা-তালূনা বিআন্নাহুম যুলিমূ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা 'আলা- নাস্বরিহিম্ লাক্বাদীর ৪০। আল্লাযীনা

তাদেরকে, যাদের প্রতি আক্রমণ করা হয়েছে। কেননা, তারা অত্যাচারিত। তাদের বিজয়ী করতে আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমতাবান। (৪০) যাদেরকে

أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ

উখ্‌রিজূ মিন দিয়া-রিহিম বিগাইরি হাক্বক্বিন ইল্লা- আঁই ইয়াকূলূ রাব্বুনা-ল লা-হ, ওয়া লাওলা- দাফ্'উল্লা-হিন্

নিজ ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু তাদের এ কথার জন্য যে, তারা বলে আমাদের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। যদি আল্লাহ মানুষদেরকে পরস্পর

النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ

না-সা বা'দ্বাহুম; বিবা'দ্বিল্লাহুদ্দিমাত স্বাওয়া-মি'উ ওয়া বিয়া'উঁও ওয়া স্বালাওয়া-তুঁও ওয়া মাসা-জিদু

একে অপরের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত (খৃষ্টানদের) গীর্জা (ইয়াহুদীদের) উপাসনালয়, ইবাদতখানা এবং মসজিদসমূহ যেখানে

يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ

ইউযকারু ফীহাস্ মুল্লা-হি কাছীরাও; ওয়া লাইয়ান্‌স্বুরান্নাল্লা-হু মাঁই ইয়ান্‌স্বুরুহ; ইন্নাল্লা-হা লাক্বাও য়িয়্যুন্

অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়। আর যে আল্লাহর সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ খুবই শক্তিমান,

তিন চতুর্থাংশ ● ৫ ع ৫ ১২ রুকূ

✪ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ আল্লাহর পথে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এটি তার প্রাথমিক আয়াত। এ আয়াতে মাত্র অনুমতি দান করা হয়েছে। পরে সূরা বাকারার ১৯০ থেকে ১৯৩ এবং ২১৬ ও ২২৪ আয়াত অবতীর্ণ হয়; যার মধ্যে যুদ্ধের আদেশ দান করা হয়েছে। এই আহকামগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের তাহকীক মতে অনুমতি প্রথম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে অবতীর্ণ হয় ও আদেশ বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে অবতীর্ণ হয়। ✪ টীকা (আঃ ৪০) ঃ এ বিষয় কুরআন মজীদের কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, যারা খোদার সৃষ্টিকে তৌহিদের দিকে আহবান জানায় এবং সত্য দ্বীন কায়েম করার ও মন্দের পরিবর্তে ভালোর বিকাশের জন্য চেষ্টা সাধনা করে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী স্বরূপ; কেননা, এ কাজগুলো হচ্ছে আল্লাহরই কাজ যা সম্পাদনে তারা সহযোগী হয়।

عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

'আযীয। ৪১। আল্লাযীনা ইম্‌মাক্কান্নাহুম ফীল আরদ্বি আক্বামুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তাউয্‌যাকা-তা
পরাক্রমশালী। (৪১) তাদের বৈশিষ্ট্য হল– আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি, তখন তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤٢﴾ وَإِن

ওয়া আমারূ বিল্‌মা'রূফি ওয়া নাহাও 'আনিল্ মুন্‌কার; ওয়ালিল্লা-হি 'আ- ক্বিবাতুল্ উমূর। ৪২। ওয়া ই
ন্যায় কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় (পাপ) কাজের নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম তো আল্লাহর ক্ষমতাধীন। (৪২) যদি লোকেরা

يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٣﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ

ইঁউকায যিবূকা ফাক্বাদ্ ফায্‌যাবাত্ ক্বাবলাহুম ক্বাওমু নূহিঁও ওয়া 'আ-দুঁও ওয়া ছামূদ। ৪৩। ওয়া ক্বাওমু ইব্‌রা-হীমা
আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তবে তা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়) তার পূর্বে নূহ এর সম্প্রদায়, আ'দ ও সামূদ (৪৩) এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং

وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٤﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ

ওয়া ক্বাওমু লূত্বি। ৪৪। ওয়া আস্বহা-বু মাদ্‌ইয়ানা ওয়া কুয্‌যিবা মূসা- ফাআমْলাইতু লিল্ কা-ফিরীনা ছুম্মা
লূতের সম্প্রদায় ও (৪৪) মাদায়েনবাসীও স্ব স্ব নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম, অতঃপর

أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

আখায্‌তুহুম ফাকাইফা কা-না নাকীর। ৪৫। ফাকাআইয়্যিম্‌মিন্ ক্বারইয়াতিন্ আহ্‌লাক্‌না-হা- ওয়া হিয়া স্বা-লিমাতুন্
পাকড়াও করেছিলাম। তখন আমাকে অস্বীকার করার শাস্তি কেমন ছিল। (৪৫) বহু জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, কারণ সেখানের অধিবাসীরা ছিল জালিম। অতঃপর

فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٦﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي

ফাহিয়া খা-ওয়াবীয়াতুন 'আলা- 'উরূশিহা- ওয়া বি'রিম্‌মু'আত্বত্বালাতিও ওয়া ক্বাস্‌রিম মাশীদ। ৪৬। আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্
সেটা নিজ ছাদের উপর পতিত হয়েছিল এবং অনেক কূপ ব্যবহারের অযোগ্য হয়েছিল, এবং অনেক পাকা সুউচ্চ প্রাসাদও (বেকার পড়ে রয়েছিল)। (৪৬) তারা কি পৃথিবীতে

الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا

আরদ্বি ফাতাকূনা লাহুম কুলূবুই ইয়া'ক্বিলূনা বিহা~আও আ-যানুই ইয়াস্ মা'উনা বিহা, ফাইন্নাহা-
ভ্রমণ করেনি? তবে তাদের অন্তর এমন হতো, যার দ্বারা তারা বুঝতে পারত, অথবা তাদের শ্রবণ শক্তি এমন হত, যার দ্বারা তারা শোনতে পারত। মূলতঃ

لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ

লা-তা'মাল্ আবস্বা-রু ওয়া লা-কিন্ তা'মাল্ কুলূবুল্লাতী ফিস্‌স্বুদূর। ৪৭। ওয়া ইয়াস্তা'জ্বিলূনাকা
চক্ষুতো অন্ধ থাকে না; বরং অন্ধ থাকে অন্তর যা বক্ষের মধ্যে (অবস্থিত) (৪৭) এবং তারা আপনার কাছে দ্রুত আযাব কামনা করে।

بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا

বিল্ 'আযা-বি ওয়া লাই ইউখ্‌লিফাল্লা-হু ওয়া'দাহ; ওয়া ইন্না ইয়াওমান ইন্‌দা রাব্‌বিকা কাআল্‌ফি সানাতিম্ মিম্মা-
অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভংগ করেন না। তোমার প্রতিপালকের নিকট একদিন, তোমাদের গণনার হিসাবে এক হাজার

تَعُدُّوْنَ ﴿٤٨﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ

তা'উদ্দূন। ৪৮। ওয়া কাআইয়্যিম মিন্ ক্বারইয়াতিন্ আম্লাইতু লাহা- ওয়া হিয়া য্বা-লিমাতুন ছুম্মা আখায্তুহা- ওয়া ইলাইয়্যাল

বছর। (৪৮) অনেক জনপদবাসী এমনও আছে যাদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছি এবং তারা ছিল অত্যাচারী। অবশেষে তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই হবে

الْمَصِيْرُ ﴿٤٩﴾ قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ع ৬ ১৩ রুকূ

মাস্বীর। ৪৯। কুল্ ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ইন্নামা~আনা লাকুম নাযীরুম মুবীন। ৫০। ফাল্লাযীনা আ-মানূ

(সবার) প্রত্যাবর্তন। (৪৯) বলুন, হে মানব সকল! আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী। (৫০) সুতরাং যারা ঈমান আনে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥١﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا

ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি লাহুম মাগ্ফিরাতুওঁ ওয়া রিয্কুন্ কারীম। ৫১। ওয়াল্লাযীনা সা'আও ফী~আ-ইয়া-তিনা-

ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৫১) আর যারা আমার আয়াতকে

مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥٢﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ

মু'আ- জ্বিযীনা উলা—ইকা আস্ব্হাবুল্ জ্বাহ্বীম। ৫২। ওয়া মা~আরসাল্না- মিন্ ক্বাব্লিকা মির্রাসূলিওঁ

পরাভূত করার চেষ্টা করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। (৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল

وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى

ওয়া লা- নাবিয়্যিন ইল্লা~ইযা-তামান্না~আলক্বাশ্ শাইত্বা-নু ফী~উমনিয়্যাতিহ, ফাইয়ান্সাখুল্লা-হু মা- ইউল্ক্বিশ্

নবী প্রেরণ করেছি, যখনই তাদের কেউ (ওহীপ্রাপ্ত বাণী) আবৃত্তি করেছে, শয়তান তার আবৃত্তির সাথে কিছু মিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শয়তানের মিলানোটুকু

الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٣﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى

শাইত্বা-নু ছুম্মা ইউহ্কিমুল্লা-হু আ-য়া-তিহ; ওয়াল্লা-হু 'আলিমুন হ্বাকীম ৫৩। লিইয়াজ্ব'আলা মা- ইউলক্বিশ্

আল্লাহ বিদূরীত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (৫৩) এটা এজন্য যে, শয়তানের মিলানো বিষয়কে

الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ

শাইত্বা-নু ফিত্নাতাল লিল্লাযীনা ফীক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুওঁ ওয়াল্ ক্বা-সিয়াতি কুলূবুহুম; ওয়া ইন্নায্ব

আল্লাহ তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছিলেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের অন্তর কঠিন। নিশ্চয় অন্যায়কারীরা

الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ ۢبَعِيْدٍ ﴿٥٤﴾ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

জ্বা-লিমীনা লাফী শিক্বা-ক্বিম্ বা'ঈদ। ৫৪। ওয়া লিইয়া'লামাল্ লাযীনা উতুল্ 'ইল্মা আন্নাহুল্ হ্বাক্বকু মির্

ভীষণ মতানৈক্যের মধ্যে রয়েছে। (৫৪) আর এ জন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ نذير - কাফির ও মুশরিকদের দ্রুত শাস্তি কামনার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, আমার কাজ শুধু ভয় প্রদর্শন করা বা ভয়ের কথা শোনান। কিন্তু শাস্তি প্রেরণ করা একমাত্র আল্লাহর কাজ। তা দ্রুত আসবে না দেরীতে আসবে এসব কিছুর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ৫২) ঃ যখনই কোন নবী বা রাসূল কোন কথা বলেন বা আয়াত পড়ে শুনান, তখনই শয়তান ঐ কথায় বা আয়াতে নানা প্রকারের সন্দেহ উদ্ভব করে, যেমন মৃত ভক্ষণ হারাম" নাযিল হলে শয়তানের ওয়াস্ওয়াসায় কাফেররা বলে ছিল, বেশ তো, নিজেরা মেরে খাওয়া যায়, আর আল্লাহ মারলে তা হারাম হল ইত্যাদি। এরকম সন্দেহ ভঙ্গনে আল্লাহ্ মযবুত আয়াত নাযিল করে থাকেন যাতে উক্ত সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। (তাঃ উসমানী)

رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا

রাব্বিকা ফাইউ'মিনূ বিহী ফাতুখবিতা লাহূ কুলূবুহুম; ওয়া ইন্নাল্ লা-হা লাহা-দিল্লাযীনা আ-মানূ~

অতঃপর তারা যেন তাতে ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি ঝুঁকে যায়। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনগণকে .

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ

ইলা- স্বিরা-ত্বিম্‌মুস্তাক্বীম। ৫৫। ওয়া লা- ইয়াযা-লু ল্লাযীনা কাফারূ ফী মির্‌ইয়াতিম্‌মিন্‌হু হাত্তা-

সরল (সত্য) পথে পরিচালনা করেন। (৫৫) কাফিররা সর্বদাই এর মধ্যে সন্দেহ করবে থাকবে যতক্ষণ না

تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ط

তা'তিয়াহুমুস্ সা-'আতু বাগ্‌তাতান্ আও ইয়া'তিয়াহুম 'আযা-বু ইয়াওমিন 'আক্বীম। ৫৬। আল্ মুলকু ইয়াওমাইযিল লিল্লা-হ;

তাদের উপর হঠাৎ কিয়ামত এসে পড়বে। অথবা, তাদের কাছে এসে যাবে অশুভ দিনের আযাব। (৫৬) সে দিন কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহরই।

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

ইয়াহ্‌কুমু বাইনাহুম; ফাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ফী জান্না-তিন্ না'ঈম।

তিনিই তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে।

৭ ع ১৪ রুকূ

﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ

৫৭। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়া কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ফাউলা— ইকা লাহুম 'আযা-বুম মুহীন। ৫৮। ওয়াল্লাযীনা

(৫৭) আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অসম্মানজনক শাস্তি। (৫৮) যারা আল্লাহর

هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ

হা-জারূ ফী সাবীলিল্লা-হি ছুম্মা- কুতিলূ- আও মা-তূ লাইয়ারযুক্বান্নাহুমুল্লা-হু রিয্‌ক্বান হাসানা-; ওয়া ইন্নাল্

পথে দেশ ত্যাগ করেছে অতঃপর নিহত হয়েছে, অথবা মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে উত্তম রিযিক (খাদ্য) দান করবেন। আল্লাহই সর্বোত্তম

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

লা-হু লাহুওয়া খাইরুর্ রা-যিক্বীন। ৫৯। লাইউদ্‌খিলান্নাহুম্‌মুদ্‌খালাঁই ইয়ারদ্বাওনাহ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লা'আলীমুন্‌হালীম।

রিযিক (খাদ্য) দাতা। (৫৯) আল্লাহ তাঁদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তাঁরা পছন্দ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাত, সহিষ্ণু।

﴿٥٩﴾ ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ط

৬০। যা-লিকা, ওয়া মান 'আ-ক্বাবা বিমিছ্‌লি মা- 'উক্বিবা বিহী ছুম্মা বুগিয়া 'আলাইহি লাইয়ান্‌স্বুরান্নাহু ল্লা-হ;

(৬০) এটাতো গেল; আর যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নিয়েছে এতটুকু পরিমাণ যতটুকু তার সাথে করেছে, অতঃপর যদি তার উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন।

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ

ইন্নাল্লা-হা লা 'আফুওউন গাফূর। ৬১। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা ইউলিজুল লাইলা ফিন নাহা-রি ওয়া ইউলিজুন না-হা-রা

. নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৬১) এটা এজন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে

فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٦٢﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ

ফিল্লাইলি ওয়া আন্নাল্লা-হা সামী'উম বাস্বীর। ৬২। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ হাক্কু ওয়া আন্না মা- ইয়াদ্'উনা
রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। নিশ্চয় আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, দৃষ্টিসম্পন্ন। (৬২) এজন্যও যে, আল্লাহই সত্য এবং তাঁকে ব্যতীত

مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٣﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ

মিন্ দূনিহী হুওয়াল্ বা-ত্বিলু ওয়া আন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ 'আলিয়্যুল্ কাবীর। ৬৩। আলাম তারা আন্নাল্লা-হা
তারা যাকেই ডাকে তা সব বাতিল (মিথ্যা)। নিশ্চয় আল্লাহই সবচেয়ে বড়, সুমহান। (৬৩) আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؗ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۚ

আন্‌যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আন; ফাতুস্ববিহুল্ আরদ্বু মুখ্দ্বাররাহ; ইন্নাল্লা-হা লাত্বীফুন খাবীর।
আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, অতঃপর যমীন সবুজ হয়ে উঠে। নিশ্চয়, আল্লাহ অতি দয়ালু, সর্বজ্ঞ।

﴿٦٤﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۠ ৮ ع ٩ ১৫ রুকূ

৬৪। লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল্ আরদ্ব; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লাহুওয়াল্ গানিয়্যুল হামীদ।
(৬৪) আকাশ ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই এবং নিশ্চয় আল্লাহ, এমনই মহান সত্তা, যিনি অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।

﴿٦٥﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ

৬৫। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা সাখ্খারা লাকুম্মা ফিল্ আরদ্বি ওয়াল্ ফুল্কা তাজ্রী ফিল্ বাহ্রি
(৬৫) হে মানুষ! তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন এবং সমুদ্রে প্রবাহিত জলযানসমূহও তাঁর নির্দেশেই

بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ

বিআমরিহ; ওয়া ইউমসিকুস্ সামা—আ আন্ তাক্বা'আ 'আলাল্ আরদ্বি ইল্লা- বিইয্নিহ; ইন্নাল্লা-হা বিন্না-সি
প্রবাহিত হচ্ছে। তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন, যাতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত পৃথিবীতে (তা) পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর

لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ؗ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ

লারাউফুর রাহীম। ৬৬। ওয়া হুওয়াল্লাযী~আহ্ ইয়া-কুম ছুম্মা ইউমীতুকুম্ ছুম্মা ইউহ্ইকুম; ইন্নাল্ ইনসা-না
মেহেরবান, অতি দয়ালু। (৬৬) তিনিই আল্লাহ তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন। অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর (পুনরায়) তোমাদের জীবিত করবেন; নিশ্চয়

لَكَفُوْرٌ ﴿٦٧﴾ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ

লাকাফূর। ৬৭। লিকুল্লি উম্মাতিন জ্বা'আল্না- মান্সাকান্ হুম না-সিকূহু ফালা- ইউনা-যি'উ ন্নাকা
মানুষ অকৃতজ্ঞ। (৬৭) প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি ইবাদাতের একটি নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছি। তারা সেভাবেই (নিয়ম পালন) করে। সুতরাং তারা যেন সে ব্যাপারে

فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٨﴾ وَاِنْ جٰدَلُوْكَ

ফিল্ আম্‌রি ওয়াদ্'উ ইলা- রাব্বিক; ইন্নাকা লা'আলা- হুদাম মুস্তাক্বীম। ৬৮। ওয়া ইন্ জ্বা-দালূকা
আপনার সাথে এ নিয়ে বিতর্ক না করে। আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে (মানুষদেরকে) ডাকুন। আপনি সঠিক হেদায়াতের উপরই আছেন। (৬৮) এরপরও যদি তারা

فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ

ফাকুলিল্লা-হু আ'লামু বিমা- তা'মালূন। ৬৯। আল্লা-হু ইয়াহ্কুমু বাইনাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কুন্তুম্
আপনার সাথে তর্ক করে তবে আপনি বলে দিন যে, তোমাদের কর্মসমূহ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (৬৯) আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন,

فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ

ফীহি তাখ্তালিফূন। ৭০। আলাম্ তা'লাম্ আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা- ফিস্ সামা— ই ওয়াল্ আরদ্ব; ইন্না যা-লিকা
যে ব্যাপারে তোমরা পরস্পরে মতভেদ করছ। (৭০) হে মানুষ! তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ জানেন? এসব কিছুই

فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧١﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ

ফী কিতা-ব, ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর। ৭১। ওয়া ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা- লাম্
কিতাবে লিখিত (রক্ষিত) আছে। আল্লাহর নিকট এ কাজ অতি সহজ। (৭১) তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদাত করে, যার ব্যাপারে আল্লাহ

يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٧٢﴾ وَاِذَا

ইয়ুনায্যিল্ বিহী সুলত্বা-নাওঁ ওয়া মা- লাইসা লাহুম বিহী 'ইল্ম; ওয়া মা- লিয্যা-লিমীনা মিন্নাস্বীর। ৭২। ওয়া ইযা-
কোন (প্রকার) সনদ অবতীর্ণ করেন নি এবং না তারা সে ব্যাপারে কোন জ্ঞান রাখে। বস্তুতঃ অন্যায়কারীদের কোনই সাহায্যকারী নেই। (৭২) যখন

تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ

তুত্লা- 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা- বাইয়্যিনা-তিন্ তা'রিফু ফী উজূহিল্লাযীনা কাফারুল্ মুন্কার;
তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন আপনি কাফিরদের চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পাবেন।

يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ

ইয়া কা-দূনা ইয়াস্তূনা বিল্লাযীনা ইয়াত্লূনা 'আলাইহিম আ-ইয়া-তিনা; কুল্ আফা উনাব্বিউকুম বিশার্রিম্মিন্
তখন তারা আমার আয়াতসমূহ পাঠকারীদের উপর হামলা করতে উদ্যত হয়। আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও মন্দ কোন বিষয়ের

৯ ع ১৬ রুকূ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾ يٰۤاَيُّهَا

যা-লিকুম্; আন্না-রু; ওয়া'আদাহাল্লা-হুল্লাযীনা কাফারূ; ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ৭৩। ইয়া~আইয়্যুহান
সংবাদ দিব? সেটা হচ্ছে সে আগুন, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কাফিরদের সাথে করেছেন এবং তা খুবই নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। (৭৩) হে

النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

নাসু দ্বুরিবা মাছালুন্ ফাস্তামি'উ লাহ; ইন্নাল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি
মানুষ! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে একাগ্রতার সাথে তা শ্রবণ কর, আল্লাহকে ব্যতীত তোমরা যাদেরকে

لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا

লাইঁ ইয়াখ্লুকু যুবা-বাওঁ ওয়া লাওয়িজ্তামা'উ লাহ; ওয়া ইইঁয়াস্লুব হুমুয্যুবা-বু শাইয়াল্লা-
ডাকছ, তারা কখনই একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি তারা সব মিলে একত্রও হয়। বরং যদি মাছি তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা

يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٤﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ

ইয়াস্তানক্বিযূহু মিন্‌হ; দ্বা'উফাত্ব ত্বা-লিবু ওয়াল্ মাত্বলূব। ৭৪। মা- ক্বাদারুল্লা-হা হাক্বক্বা

তার কাছ থেকে তারা তা ছাড়া নিতে পারবে না। উপসনাকারী এবং উপাস্য উভয়ই অক্ষম। (৭৪) তারা আল্লাহকে যথোচিৎ সম্মান

قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٥﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ

ক্বাদ্‌রিহ; ইন্নাল্লা-হা লাক্বাওয়িয়্যুন 'আযিয। ৭৫। আল্লা-হু ইয়াস্বত্বাফী মিনাল্ মালা~ইকা-তি রুসুলাওঁ ওয়া মিনান্

করে না। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (৭৫) ফিরিশতাদের মধ্য হতে এবং মানুষদের মধ্য হতে আল্লাহই রাসূল মনোনীত

النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٦﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ

না-স; ইন্নাল্লা-হা সামী'উম বাস্বীর। ৭৬। ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদীহিম্ ওয়া মা- খাল্‌ফাহুম;

করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (৭৬) তাদের সম্মুখে এবং পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি (আল্লাহ) ভালভাবেই জানেন,

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

ওয়া ইলাল্লা-হি তুরজা'উল্ উমূর। ৭৭। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানুরকা'উওয়াস্‌জুদূ

এবং আল্লাহর নিকটই সব কাজ প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর এবং তোমাদের

সিজ্‌দাহ্

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٨﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ

ওয়া'বুদূ রাব্‌বাকুম্ ওয়াফ্'আলুল্ খাইরা লা'আল্লাকুম তুফ্‌লিহূন। ৭৮। ওয়া জ্বা-হিদূ ফিল্লা-হি

প্রতিপালকের ইবাদাত কর এবং সৎকাজ কর, যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার। (৭৮) এবং আল্লাহর পথে এভাবে মেহনত কর যেভাবে

حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ

হাক্বক্বা জ্বিহা-দিহ; হুওয়াজ্‌তাবা-কুম ওয়া মা- জ্বা'আলা 'আলাইকুম ফিদ্ দীন মিন্ হারাজ্ব মিল্লাতা

মেহনত করা উচিত। তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার সংকীর্ণতা (জটিলতা) করেননি। তোমরা তোমাদের

أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ

আবীকুম্ ইব্‌রা-হীম; হুওয়া সাম্মা-কুমুল্ মুস্বলিমীন মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া ফী হা-যা- লিইয়াকূনার্

পিতা ইবরাহীমের ধর্মের উপর কায়েম থাকে। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন এ কুরআনের পূর্বে এবং এ কুরআনের মধ্যেও, যাতে

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

রাসূলু শাহীদান 'আলাইকুম ওয়া তাকূনূ শুহাদা—আ 'আলান্না-স। ফাআক্বীমুস্ব স্বালা-তা

রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়ে যান এবং তোমরাও সব মানুষের উপর সাক্ষী হয়ে যাও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর

وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٩﴾ ع

ওয়া আ-তুযযাকা-তা ওয়া'তাস্বিমূ বিল্লা-হ্; হুওয়া মাওলা-কুম, ফানি'মাল মাওলা- ওয়া নি'মান্নাস্বীর।

এবং যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী।

السجدة عند الشافعي শাফী (রহ)-এর মতে সিজদাহ্

১০ ع ১৭ রুকূ

সূরা মু'মিনূন মক্কী	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১১৮ রুকূ ঃ ৬

(১) قد افلح المؤمنون (২) الذين هم في صلاتهم خشعون (৩) والذين هم

১। ক্বাদ্ আফ্লাহাল্ মু'মিনূন ২। আল্লাযীনা হুম ফী স্বালা-তিহিম্ খা-শি'উন। ৩। ওয়াল্লাযীনা হুম্

(১) মুমিনরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-বিনম্র, (৩) যারা অনর্থক

عن اللغو معرضون (৪) والذين هم للزكوة فعلون (৫) والذين هم لفروجهم

'আনিল লাগ্ওয়ি মু'রিদ্বূন। ৪। ওয়াল্লাযীনা হুম্ লিয্যাকা-তি ফা-'ইলূন। ৫। ওয়াল্লাযীনা হুম্ লিফুরূজিহিম্

কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকে। (৪) যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়, (৫) যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত

حفظون (৬) الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ○

হ্বা-ফিযূনা। ৬। ইল্লা- 'আলা~আযওয়া-জিহিম্ আও মা- মালাকাত্ আইমা-নুহুম্ ফাইন্নাহুম গাইরু মালূমীন।

করে, (৬) তবে তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে তারা সংযত না থাকলে ভিন্ন কথা। তখন তারা নিন্দনীয় হবে না;

(৭) فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدون (৮) والذين هم لامنتهم و

৭। ফামানিব্ তাগা- ওয়ারা-আ যা— লিকা ফাউলা—য়িকা হুমুল্ 'আ-দূন। ৮। ওয়াল্লাযীনা হুম্ লিআমা-না-তিহিম ওয়া

(৭) সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারাই সীমালংঘনকারী হবে; (৮) এবং যারা সংরক্ষিত আমানত ও

عهدهم رعون (৯) والذين هم على صلوتهم يحافظون (১০) اولئك هم

'আহ্দিহিম্ রা-'উন। ৯। ওয়াল্লাযীনা হুম্ 'আলা- স্বালাওয়া-তিহিম্ ইউহ্বা-ফিযূন। ১০। উলা—য়িকা হুমুল্

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, (৯) যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে, (১০) তারাই পাবে

الورثون (১১) الذين يرثون الفردوس هم فيها خلدون (১২) ولقد خلقنا

ওয়া-রিছূন ১১। আল্লাযীনা ইয়ারিছূনাল্ ফির্দাওস ; হুম্ ফীহা- খা-লিদূন। ১২। ওয়া লাক্বাদ্ খালাক্বনাল্

উত্তরাধিকারী, (১১) তারা উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের, যাতে তারা চিরস্থায়ী থাকবে। (১২) আমি তো মানুষকে

الانسان من سللة من طين (১৩) ثم جعلنه نطفة في قرار مكين (১৪) ثم خلقنا

ইনসা-না মিন সুলা-লাতিমমিন ত্বীন। ১৩। ছুম্মা জ্বা'আল্না-হু নুত্বফাতান ফী ক্বারা-রিম মাকীন। ১৪। ছুম্মা খালাক্বনান্

মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি, (১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নির্ধারিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) অতঃপর

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ خشعون - অর্থ- অন্তর এবং শরীরের একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা। অন্তরে একাগ্রতা হল, নামায পড়া অবস্থায় সকল প্রকার পার্থিব চিন্তা ও কুমন্ত্রণা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভীতি অন্তরে সৃষ্টি করা এবং শরীরের নিবিষ্টতা হল নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক না তাকান ও কাপড়-চোপড় ঠিক না করা বরং বিনয়ের সাথে এমনভাবে দাঁড়ান, যেমনিভাবে দুনিয়ার বাদশাহ অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির সামনে দাঁড়ান হয়। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৮) ঃ لامنتهم - আমানত রক্ষা করা অর্থ- তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করে, গোপন কথা ফাঁস করে না, আমানতকৃত মাল যথাযথভাবে হেফাজত করে। আর ওয়াদাসমূহ রক্ষার মধ্যে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। (কুঃ কারীম)